NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ হুমায়ুনকে আগেই গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল, পুলিশ দেরি করেছে: শমীক

মহালয়া থেকেই দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া ৩

কলকাতা ৭ অক্টোবর ২০২৬ ১৯ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.10.2026, Vol. 20 Issue No. 118, 8 Pages, Price 3.00

মোদীর পঁচিশে আজ ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ এবং ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’ করবে বিজেপি। ৭ অক্টোবর রাজ্যের ২৩টি জেলা সদরেও হবে এই কর্মসূচি। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, ওই দিন কলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে বিশেষ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে। সেখানে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর ২৫ বছরে তাঁর কাজকে তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম ১০০ থেকে ১৪০ দিনের উন্নয়নমূলক কাজও প্রদর্শিত হবে। মঙ্গলবার সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে এই

কর্মসূচির কথা জানান দলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, মোদীর ২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা দেশের রাজনীতির ধরন বদলেছে। শমীক বলেন, ‘টুডেস রিলিজিয়ন ইজ ডেমোক্রেসি অ্যান্ড টুডেস পলিটিক্স ইজ ডেভেলপমেন্ট।’ তাঁর কথায়, উন্নয়নকেই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হিসেবে সামনে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী।

চলতি মাসের ১৭ তারিখ মোদীর জন্মদিন থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। এই অনুষ্ঠান চলবে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ৭ অক্টোবর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে মোদীর ২৫ বছর পূর্ণ হবে। ওই দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’ হবে। রাজ্যের ২৩টি জেলা সদরেও বিজেপির কর্মীরা মশাল নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। জায়ান্ট স্ক্রিনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য প্রদর্শীত হবে।

মঙ্গলবার শমীক আরও বলেন, ‘বিভাজনের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, জন্মপরিচয় বা উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ না করে, ব্লক ভোটের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের প্রয়োজন ও জাতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ২৫ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন।’ তাঁর দাবি, তরুণ প্রজন্ম উন্নত জীবনযাত্রা, ভাল শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ চায়। মোদীর নেতৃত্বে সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলের সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির বিরুদ্ধে ফের একবার দলের অবস্থানও স্পষ্ট করেন শমীক। তাঁর দাবি, বিজেপির কোনও নেতা বা কর্মী অসামাজিক কাজে যুক্ত হলে, তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমন ঘটনায় ইতিমধ্যেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। নিজের বক্তব্যের শেষে রাজ্যে ‘সেবা জ্যোতি যাত্রা’য় সাধারণ মানুষকেও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান শমীক। তাঁর কথায়, ‘মানুষের সঙ্গে থাকলে, মানুষের আশীর্বাদ পেলে একটি রাজনৈতিক দল শূন্য থেকে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছতে পারে।’ মোদীর ২৫ বছরের জনসেবার এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিজেপি মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে বলে জানান তিনি।

মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসে পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবীপক্ষ শুরুর ঠিক আগে আজ, ৭ অক্টোবর দার্জিলিং যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন তিনি। মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির আমন্ত্রণেই তাঁর এই সফর বলেই সূত্রের খবর।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর দার্জিলিং শহরে এটাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম সফর। ফলে তাঁর এই পাহাড় সফর ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বিধানসভা নির্বাচনে পাহাড়ের তিনটি আসনেই বিজেপির জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজনৈতিক মহল। আজকের অনুষ্ঠানে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি কেন্দ্র, রাজ্য এবং পাহাড়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকের পর পাহাড়ের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে কীভাবে এগোতে চায় সরকার, তার ইঙ্গিত দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়েও বড় বার্তা দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। পাহাড়ের মানুষের জন্য নতুন কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা হয় কি না, তার দিকেও তাকিয়ে আছে সকলে। একই সঙ্গে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-র কাজে স্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের অবস্থানও আজ স্পষ্ট করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও পাহাড়ের চা শ্রমিকদের সমস্যাও তাঁর বক্তব্যে উঠে পেতে পারে।

পদার্থে নোবেল পাচ্ছেন হালজেন

■ চলতি বছরে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ফ্রান্সিস হালজেন। বেলজিয়ামে জন্ম ৮২ বছরের ফ্রান্সিস হালজেনের। তিনি আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিন-ম্যাডিসনের সঙ্গে যুক্ত। স্টকহোমে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস জানিয়েছে, মহাজাগতিক উৎস থেকে আসা উচ্চ-শক্তির নিউট্রিনো আবিষ্কারের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত এই পদার্থবিদকে এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে।

লজ্জার হারে একমাত্র সান্ত্বনা অনিরুদ্ধ থাপার গোল। ছবি: অদিতি সাহা

খালিদের গলদেই হাফ ডজন হজম

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার দিনের ব্যবধানে ব্রাজিলি এবং উরুগুয়ের মতো দুই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হল ভারত। ব্রাজিলের কাছে ০-৪ গোলে হারের পর উরুগুয়ের বিরুদ্ধেও বড় ব্যবধানে হারতে হল সুনীলদের উত্তরসূরিদের। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ১-৬ গোলে হারল ভারত। প্রথমার্ধে লড়াই করার মানসিকতা দেখা গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয় দলের একমাত্র সান্ত্বনা অনিরুদ্ধ থাপার গোল।

দলের প্রথম একাদশে দু’টি পরিবর্তন করেছিলেন কোচ খালিদ জামিল। সাহাল আব্দুল সামাদের বদলে এডমুন্ড লালরিনডিকাকে আক্রমণভাগে সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁকে মনবীর সিংহ ও রায়ান উইলিয়ামসের সঙ্গে খেলান খালিদ। রক্ষণে বিজয় ভার্গিসের জায়গায় নামেন পরমবীর। গোলের নিচে অবশ্য ব্রাজিলি ম্যাচের মতোই গুরপ্রীত সিংহ সঁধুর উপর আস্থা রাখেন কোচ।

শুরুর কয়েক মিনিট উরুগুয়ের দখলেই ছিল বল। তবে ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরতে শুরু করে ভারত। দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ তৈরির চেষ্টা করছিলেন আশিক কুরুনিয়ন এবং মনবীর। বেশ কয়েকটি ক্রসও উরুগুয়ের বক্সে পৌঁছয়। কিন্তু ১০ মিনিটেই আচমকা ধাক্কা খায় ভারত। প্রতি-আক্রমণে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন ফেডেরিকো ভিনাস। তাঁকে আটকাতে গিয়ে ফাউল করেন পরমবীর। পেনাল্টি পায় উরুগুয়ে। স্পট কিক থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ডারউইন নুনেজ। গুরপ্রীত বিপরীত দিকে ঝাঁপিয়েছিলেন।

গোল খেয়েও দমে যায়নি ভারত। বরং আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় তারা। ২৩ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের শট উরুগুয়ের গোলরক্ষক কার্ডোজো আটকালেও বল পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করতে পারেননি। ফিরতি বল থেকে গোল করে ভারতকে সমতায় ফেরান অনিরুদ্ধ থাপা। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে গোটা ভারতীয় দল। কিছুক্ষণের জন্য চাপে পড়ে যায় উরুগুয়ে।

সমতা ফেরানোর পর আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল ভারত। এডমুন্ড সামনে এগিয়ে গিয়ে সতীর্থদের বল বাড়ানোর বদলে নিজেই শট নেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি পড়ে যাওয়ার পর ফিরতি বলে অভিষেক থেকচাম শট নিলেও কার্ডোজো তা আটকে দেন।

এরপর আবার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় উরুগুয়ে। ২৯ মিনিটে ডান দিক থেকে বক্সে বল বাড়ান বেন্টানকুর। সেখান থেকে ছোট্ট টোকায় বল জালে পাঠান রোনাল্ড আরাউহো। ফের পিছিয়ে পড়ে ভারত। বিরতির আগে অবশ্য ভারত একাধিক বার আক্রমণে উঠেছিল।

রায়ান এবং মনবীর গোলের সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফিনিশিংয়ের অভাবে সেই সুযোগ কাজে লাগানো যায়নি। ১-২ গোলে পিছিয়ে বিরতিতে যায় ভারত।

৪৮ ঘণ্টায় আত্মসমর্পণ, হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ ‘ফেরার’ প্রশান্ত বর্মনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও হত্যা মামলায় অবশেষে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হল। এই নির্ধারিত সময়সীমা পার হলেই তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির তালিকা তৈরি করতে হবে এবং তিনি আত্মসমর্পণ না করলে সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ক্রোক করার নির্দেশ জারি করেছে আদালত। পাশাপাশি, পলাতক অভিযুক্ত যাতে অবিলম্বে সরকারি কোষাগার থেকে কোনও বেতন না পান, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানি ছিল। শুনানিকালে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের গাফিলতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেয় আদালত। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন তুলে জানতে চায়, ‘এই বিডিও-কে কি স্রেফ সাসপেন্ড করা হয়েছে, নাকি চাকরি থেকে চিরতরে বিতাড়িত করা হয়েছে?’ একইসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলা হয়, ‘একজন পলাতক অভিযুক্ত সরকারি কোষাগার থেকে নিয়মিত বেতন পাবেন, এটা কীভাবে হতে পারে? অভিযুক্ত প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নিজের মামলার জন্য আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করছেন, অথচ পুলিশ তাঁকে ধরতে পারছে না! আপনাদের প্রশাসন কি এতটাই দুর্বল?’ এর পাশাপাশি দীর্ঘদিন পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মূল অভিযুক্তকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করতে পারল না, তা নিয়েও বেঞ্চ চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে। তদন্তের এই ঢিলেমি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধেও কড়া বিভাগীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে।

উপনির্বাচনেও ভোটের হার ৮০ শতাংশ

স্বতঃস্ফূর্ত জনমতে অভিযোগ রিগিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপি -শাসনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম উপনির্বাচনে একদিকে যেমন নজর কাড়ল প্রায় ৮০ শতাংশ ভোটদান, তেমনই ভোট লুট, বুথ দখল ও এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগে সরগরম থাকল নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিকেল ৫টা পর্যন্ত নন্দীগ্রামে ভোট পড়েছে ৭৯.৩৯ শতাংশ এবং রেজিনগরে ৭৮.৪২ শতাংশ। কমিশনের কাছে মোট ৯৭টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

ভোট দিয়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, নন্দীগ্রামে এ বার রেকর্ড জয়ের ব্যবধান হতে পারে। তাঁর কথায়, ২০১৬ সালে তাঁর প্রায় ৮২ হাজার ভোটে জয়ের ব্যবধানও ছাপিয়ে যেতে পারেন বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথ। ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ ও অবাধ বলেও দাবি করেন তিনি। তবে বেলা বাড়তেই ছবিটা অন্যরকম বলে অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীর অভিযোগ, একাধিক বুথ থেকে তাঁদের পোলিং এজেন্টদের জোর করে বের করে দিয়ে অবাধে ছাপ্পা ভোট হয়েছে। বাম ও আইএসএফও একই অভিযোগ তোলে। আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকি সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করেন।

রেজিনগরেও একই ছবি। বিজেপির বিরুদ্ধে বুথ দখল ও ভোট লুটের অভিযোগ তুলে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানায় মমতা তৃণমূল, কংগ্রেস এবং সিপিএম। কংগ্রেস প্রার্থী থানার সামনে ধর্নায় বসেন, জেলা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল হয়। অন্যদিকে, নির্বাচনী বিধিভঙ্গ, পুলিশকে হুমকি এবং সমর্থকদের প্ররোচিত করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীর। পরে তাঁর দলও অভিযোগ করে, নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না।

বিজেপি অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, নন্দীগ্রামে আগের বারের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবধানে জিতবে বিজেপি। একই সঙ্গে রেজিনগরেও দলের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। উচ্চ ভোটদানের পাশাপাশি পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং পুনর্নির্বাচনের দাবিকে ঘিরে দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন কার্যত রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হল। ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর।

আইনভঙ্গে ধৃত হুমায়ুন

রিপোর্ট তলব কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের সকালে গ্রেপ্তার হয়েছেন আজুপ প্রধান হুমায়ুন কবীর। এবার এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশন। এদিকে, হুমায়ুনকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করেছে পুলিশ। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করার অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়। তবে, ঘটনার সময় কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সবটা জানতে চেয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছএ কমিশনের তরফে।

মঙ্গলবার রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আজুপ প্রধান হুমায়ুন কবীর। পরে আইনভঙ্গ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

উপনির্বাচনের সকাল থেকে পুলিশের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দেগেছেন আজুপ প্রধান হুমায়ুন কবীর। পুলিশকে হুঁশিয়ারিও দিয়ে বলেন, ‘আজ সকালে পুলিশ যেধরনের আচরণ করছে, মানুষকে বলব এদের বিরুদ্ধে মুগুড় নিয়ে দাঁড়াতে। পুলিশ যদি আমাকে মারতে আসে তাহলে কি ছেড়ে দেব? পুলিশের তো আইনরক্ষা করার দরকার।’ উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে ভোট দিয়ে রেজিনগরের পার্টি অফিস গিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। সেখানেই পৌঁছে যায় পুলিশ। পার্টি অফিস থেকে বেরোতেই পুলিশের সঙ্গে তুমুল বচসা হয়। হুমায়ুনকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

হাসিরানি আমার থেকেও বেশি ভোটে জিতবেন, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দিনে নিজের পুরনো কেন্দ্রে ভোট দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৯ নম্বর বুথে গিয়ে ভোট দেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়ে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের বড় ব্যবধানে জয়ের আশাও প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, ভোটের হার নিয়েও আশাবাদী শুভেন্দু। তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে সাধারণত ভোট কিছুটা কম পড়ে। তবে নন্দীগ্রামে এ বার অন্তত ৮৫ শতাংশ ভোট পড়তে পারে। ৯০ শতাংশ ভোট হলে আরও ভাল হবে বলেও জানান তিনি।

মঙ্গলবার হাসিরানির জয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশা আরও বড়। তিনি বলেন, ‘২০১৬ সালে আমি প্রায় ৮২ হাজার ভোটে জিতেছিলাম। এ বার মানুষ সেই রেকর্ডও ভেঙে দেবেন

বলে আশা করছি। হাসিরানি আমার থেকেও বেশি ভোটে জিতবেন।’ তবে হাসিরানি কত ভোটে জিতবেন, তার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা এ দিন জানাননি মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে অবশ্য একাধিক সভায় তিনি বিজেপি প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান ‘কল্পনার বাইরে’ হবে বলে দাবি করেছিলেন। নন্দীগ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও এ দিন ফের তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ভোট দিয়ে তিনি বলেন, ‘নন্দীগ্রামের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এই কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে আমৃত্যু আমি নন্দীগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকব। নন্দীগ্রামের প্রতি আমার অঙ্গীকারও আমৃত্যু থাকবে।’ নন্দনায়কবাড়ের এই বুথেই তাঁর নাম ভোটার হিসেবে থাকবে বলেও জানান তিনি।

এ বারের উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ। তিনি শুভেন্দুর প্রয়াত আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা। ফলে ভোটের লড়াইয়ের পাশাপাশি চন্দ্রনাথকে ঘিরে আবেগও এই নির্বাচনে আলোচনায় উঠে এসেছে। ভোটের দিনে ভোটেরদের নিরাপত্তা নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র কর্মীদের বুথে মোতায়েন রাখা হয়েছে।

জ্ঞানেশ-বিক্ষোভে আটক রাহুলরা, দ্বারস্থ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর: ‘ভোটচুরি’র অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার পথে নামেন রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দিকে আঙুল তুলে মঙ্গলবার সকালে সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন সদনের দিকে মিছিল করেন বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সাংসদেরা। কিন্তু তাঁদের নির্বাচন সদন পর্যন্ত যেতে দেয়নি পুলিশ। তার আগেই আটকে দেয়।

মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ সংসদের মকরদ্বার থেকে নির্বাচন সদন অভিমুখে মিছিল শুরু করেন ‘ইন্ডিয়া’র প্রায় ৩০০ সাংসদ। প্রিয়াঙ্কা, মল্লিকার্জুন খাড়্গেদের পাশাপাশি রাহুলের সঙ্গে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র, ডেরেক ও’ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদব, সুপ্রিয়া সুলে-সহ বিরোধী শিবিরের বিভিন্ন নেতারা। নির্বাচন সদনের অদূরে নীতি আয়োগের অফিসের সামনে বিরোধী সাংসদদের আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন রাহুল, অভিষেকরা। সেখান থেকে প্রিয়াঙ্কা-সহ বেশ কয়েক জনকে আটকও করে পুলিশ। পরে আবার তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এরই মধ্যে রাহুল ঢুকে পড়েন নির্বাচন সদনের কাছে আকাশবাণী অফিস চত্বরে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই বসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। আকাশবাণী অফিস চত্বর থেকেই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, মোহন ভাগবত এবং জ্ঞানেশ কুমারকে এক বন্ধনীতে ফেলে আক্রমণ শানান তিনি। দাবি করেন, জ্ঞানেশের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা বলবেন যে, তিনি ‘ভোটচুরি’ করেছেন। প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরনা

দেওয়ার পর আটক করা হয় রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি- সহ উপস্থিত কংগ্রেসের সব নেতাকে। দ্বিতীয়বারের জন্য আটক করা হয় মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েনকেও। এদিন দুপুর থেকে আকাশবানী ভবনে ধরনায় বসেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল-প্রিয়াঙ্কা। মঙ্গলবার রাহুল আকাশবাণীর সামনে বসে বলেন, ‘সাংসদেরা জ্ঞানেশের সঙ্গে দেখা করবেন। গোটা দেশের কণ্ঠরুদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জ্ঞানেশের সঙ্গে দেখা করতে বলতে চাই, আপনি ভোটচুরি করেছেন। এখানে বসে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই।’ তিনি জানিয়েছেন, সেখানে তাঁদের বসায় যদি কোনও সমস্যা হয় প্রশাসনের, তা হলে একটি জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হোক, যেখানে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ করবেন।

এ দিন বিরোধীদের নির্বাচন সদন অভিযান ঘিরে যে নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়, যে ভাবে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আকাশবাণী অফিসে ঢোকার চেষ্টা করেন রাহুল, তা নিয়ে খোঁচা দিতে শুরু করেছে বিজেপি। পদ্মশিবিরের দাবি, রাহুলকে ফের এক বার রাজনীতিতে ‘লঞ্চ’ করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। বিজেপির ওই খোঁচা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাহুল বলেন, ‘বিজেপি কী বলল, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আমরা শুধু ওদের মোকাবিলাই করছি না। আমরা ওদের ধ্বংস করে দেব।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Sanghamitra Ghosh, wife of Nilanjan Ghorui, resident of Umedpur, PO: Chaulkhola, P.S: Nodakhali, DIST: South 24 Parganas, West Bengal– 743377, do hereby declare that I have changed my name from Sanghamitra Ghosh to Sanghamitra Ghorui Ghosh and henceforth I shall be known as Sanghamitra Ghorui Ghosh for all purposes, vide Affidavit No. 85684 sworn before the Notary Public in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class, 4th court Alipore, 24 Pgs(S) on 29/09/26. Sanghamitra Ghorui Ghosh and Sanghamitra Ghosh both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Swapan Ghorui, Son of late Nishikanta Ghorui, resident of Umedpur, PO: Chaulkhola, P.S: Nodakhali, DIST: South 24 Parganas, West Bengal– 743377, do hereby declare that I have changed my name from Swapan Ghorui to Swapan Kumar Ghorui and henceforth I shall be known as Swapan Kumar Ghorui for all purposes, vide Affidavit No. 85652 sworn before the Notary Public in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class, 4th court Alipore, 24 Pgs(S) on 29/09/26. Swapan Kumar Ghorui and Swapan Ghorui both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

Notice is hereby given by me, I, **IMLESH ROY**, S/o Paramananda Roy, residing at 47/1C, Shyambazar Street, Shyambazar Mail, Kolkata - 700004, have changed my name from **ENGLESH ROY to IMLESH ROY**, by virtue of an Affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide **Affidavit No. 32176 on 01/10/2026, IMLESH ROY** and **ENGLESH ROY** is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

আমি Smt. SOMASREE GAYEN, W/o LAKSHMIKANTA GAYEN ঠিকানা-জয়পুরবিল, বালী জগাছা, পোস্ট- আনন্দনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা- হাওড়া- ৭১১২২৭ আমার প্রকৃত নাম Smt. SOMASREE GAYEN, গত 10/09/26 তারিখে ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টের এফিডেভিট (নং 28485/26) বলে আমি Smt. SOMASHREE GAYEN বলে পরিচিত হইলাম। Smt. SOMASREE GAYEN ও Smt. SOMASHREE GAYEN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, SHARMISTHA MUKHERJEE, W/o Sri Biplab Mukhopadhyay residing at AE136, Prangon Co-operative Housing Society Ltd, Flat No.-7, 4th Floor, Street No.-98, Action Area-I, P.O. and P.S.-New Town, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700156 do solemnly affirm and declare that my name has been changed from Sharmistha Mukhopadhyay to SHARMISTHA MUKHERJEE as per Affidavit No. - 26014 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Barasat, North 24 Pgs. on 06.10.2026. Henceforth Sharmistha Mukhopadhyay shall be known as SHARMISTHA MUKHERJEE for all purpose.

নাম-পদবী

আমি সুরচী বিশ্বাস, স্বামী- শ্রীবাস বিশ্বাস সাং ও পোষ্ট- পূর্ব নোয়াপাড়া, থানা- ধানতলা নদীয়া, আমার নামীয় G.O 811362 নং পাসপোর্টে আমার সারনেম স্পেল্ট শ্রীবাস বিশ্বাস ও গ্রামের বানান পূর্ব নওয়াপাড়া ও পিতার নাম নিরোথ বালা আছে। 10/9/2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে 36554 নং এফিডেভিট বলে সারনেম বিশ্বাস ও গ্রামের বানান পূর্ব নোয়াপাড়া ও পিতার নাম নিরোদ বিহারী বালা বলে সংশোধন করা হইল।

CHANGE OF NAME

I, **Shampa Mitra (Singha Roy)**, W/o. Kingsuk Kanti Mitra, residing at Konnagar; Ward No.13; Ghatal Municipality; Ghatal; P.O.- Ghatal; Dist. - Paschim Medinipur, W.B. 721212 do hereby declare that **'Shampa Singha Roy'**, **'Shampa Mitra (Singha Roy)'**, **'SHAMPA MITRA SINGHAROY'**, **'Shampa Mitra Singharoy'**, **'Shampa Mitra (Singharoy)'**, **'SHAMPA MITRA'**, **'SHAMPA MITRA (SINGHA ROY)'** and **'SHAMPA MITRA SINGHA ROY'** are the same and one identical person and to be known by name as either **Shampa Mitra (Singha Roy),** W/o. Kingsuk Kanti Mitra or **SHAMPA MITRA (SINGHA ROY),** W/O. KINGSUK KANTI MITRA vide Affidavit No. 35, dated 15/09/2026 sworn before the Ld. A.C.J.M. (1st Class) at Ghatal, Dist.- Paschim Medinipur.

নাম/পদবী পরিবর্তন

আমি, **SUBIR PODDAR** পিতা **NIRANJAN PODAR**,ঠিকানা-বি.এফ-১৪১,রবীন্দ্রপল্লী, কেষ্টপুর, পোষ্ট অফিস-প্রফুল্লকানন, থানা- বাগুইআটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১০১, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা জানাচ্ছি যে আমার কন্যার বার্থ সার্টিফিকেট নং. B/2025/1625350 dated 12/10/2025 এ তার আসল নাম **RIDHVIKA PODDAR** এর পরিবর্তে ভুলবশত **RIDHVI PODDAR** হয়ে গেছে |গত ২৬/১১/২৫ তারিখে এল.ডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট নং ৯০৬৯ দ্বারা **RIDHVI PODDAR** এবং **RIDHVIKA PODDAR** বর্তমানে সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল |

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Srikanta Pal, S/o. Abala Pal, R/o. Vill & P.O. Krishnanagar, P.S. Barjora, Dist. Bankura, W.B., do hereby declare that in my father's Identity documents (Voter Card, Aadhaar Card, Pan Card, etc.), where my father's name has been recorded as Abala Kanta Paul and also in my identity documents, educational records, service records etc. where my father's name has been recorded as Abala Pal. I, Srikanta Pal, S/o. Abala Pal and Srikanta Pal, S/o. Abala Kanta Paul same person and also my father Abala Pal & Abala Kanta Paul is the same & one identical person vide an affidavit no. 7227, dated 29.09.2026, sworn before 1st Class Judicial Magistrate, at Bankura Court.

গত 11/02/2026 তারিখে S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 2318 নং এফিডেভিট বলে আমি Jabbar Mallick (old name), S/o. Ayaziddin Mallick, R/o. Bondar, Krishnanagar, Jangipara, Hooghly-712704, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jabbar Mallick নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abdul Jabbar Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Abdul Jabbar Mallick & Jabbar Mallick S/o. Ayaziddin Mallick, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার স্ত্রী Selima Bibi Mallik & Selima Mallick Khatun একই ব্যক্তি।

গত 06/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 219 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammad Hamid (old name), S/o. Mohammad Ali, R/o. Mathpara Pandua, Simlagarh, Pandua, Hooghly-712135, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammad Hamid নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Md Hamid (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Md Hamid & Mohammad Hamid S/o. Mohammad Ali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14218 নং এফিডেভিড বলে আমি Sanjib Kumar Chanda ও Sanjib Chanda S/o. Manomohan Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 18/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কোলকাতা, কোর্টে 1487 নং এফিডেভিড বলে আমি Aabir Adak ও Mantu Adak S/o. Nabakumar Adak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 50 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Firoj Ali S/o. Abu Taher ও Md Firoj Ali S/o. Sk Md A Taher সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কোলকাতা, কোর্টে 2477 নং এফিডেভিড বলে আমি Sikha Samanta ও Mahuya Das W/o. Asit Samanta, D/o. Santosh Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Neha, D/o. Md. Lukmon, M/o. Amana Bibi, R/o. Islampara, Shankhanagar, P.S. Mogra, P.O. Bansberia, Dist. Hooghly, Pin 712502, W.B., have changed my Name from Neha to Zinatul Khatoon vide Affidavit No. 24322 sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Hooghly, at Chinsurah. Henceforth, I shall be known as Zinatul Khatoon instead of Neha and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Zinatul Khatoon and Neha is the same and one identical person.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রী কৃষ্ণ কান্ত ঘোষ ওরফে কৃষ্ণ কুমার ঘোষ,** পিতা ৺গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ ওরফে গোবিন্দ ঘোষ, **২)শ্রীমতী ছন্দা ঘোষ,** স্বামী বংশী বদন ঘোষ ও স্বামী ৺স্বপন কুমার ঘোষ, **৩)শ্রীমতী সুমনা বালি, ৪)শ্রী সুমন ঘোষ, ৫)শ্রী শোভন ঘোষ,** ৩-৫ সকলের পিতা ৺স্বপন ঘোষ ওরফে স্বপন কুমার ঘোষ, **৬)শ্রীমতী ঝর্না কোলে,** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন কোলে ও পিতা ৺গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ ওরফে গোবিন্দ ঘোষ, মহাশয়/মহাশয়াগণ, বিগত ইং ০২/০২/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00041/2021** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **৭)শ্রী তপন ঘোষ,** পিতা ৺গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ ওরফে গোবিন্দ ঘোষ, (১নং এর সাকিম ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোড নর্থ সাহেব বাগান, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, ২,৪,৫,৭ নং এর সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, ৩নং এর সাকিম লক্ষ্মণপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪, ৬নং এর সাকিম বিপ্রপুর, ইলাহিপুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৭০৭) মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **I-01844/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রী প্রদীপ কুমার শর্মা,** পিতা রামেশ্বর শর্মা, সাকিম ১২, কে.বি.এম. রোড-২ চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল-** জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌড়হাটী-চাঁপদানী, ২২১ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক ৫৬৯ তথা হাল এল.আর. ১১৭২৫, ১১৭২৬, ১১৭২৭, ১১৭২৮, ১১৭২৯, ১১৭৩০ ও ১১৭৩১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪১০৯ তথা হাল এল.আর. ৪৩০৯ নং দাগে শালি জমি ০.৫৮১ একর তন্মধ্যে কমবেশী **১৩ ছটাক ০৫ বর্গফুট** বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী প্রদীপ কুমার শর্মা,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **সিঙ্গুর-খলিসানি এট মানকুন্ডু ব্লক** অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate), Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**, পিতা- মৃত বেনুধর পাত্র, কিছুদিন পূর্বে **সুশান্ত চন্দ্র মুখার্জি** এবং **মুখার্জী পরিবারকে** তপশীল লিখিত ফ্ল্যাটটি Affidavit/Mortgage করিয়া দিয়াছিলাম। উক্ত আনরেজিস্ট্রী Affidavit/Mortgage অদ্য তারিখ হইতে আর কোন কার্য্য করিত হইবে না এবং উক্ত Affidavit/Mortgage বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। **তপশীল ফ্ল্যাটের বর্ণনা:** At D.C. 3/7 3rd Floor, Golf Green Phase-1, Kolkata 700095.

ইতি- **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**

বিজ্ঞপ্তিকারীর পক্ষে –
Subrata Ghosh. (Advocate)
Contai Sub-Divisional Court
Enrollment No.- WB-1777/199

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মধুসূদন ঘোষ, পিতা- স্বর্গীয় প্রানবল্লভ ঘোষ, ইং ২৫/০৯/১৯৯২ তারিখে কাশীপুর দমদম সাব রেজিস্ট্রী অফিস হইতে ৪ নং বহির ১১৬ নং ১৯৭৩সালে আমমোক্তার দলিল মূলে নওরতন দেবীর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী রামসুরত সিং (সিনহা) -এর নিকট হইতে ২ (দুই) কাঠা জমি খরিদ করেন। মৌজা-আড়িয়াদহ, আরএস ৩৪০৪/ ৪১০৯ দাগে, আর. এস ১১৯৪ খতিয়ানে জমি ক্রয় করে মিউটেশানের জন্য আবেদন করেছে। কেস নং ৪০৩/২৪, তারিখ ৩১.০৭. ২০২৫, যদি কারোর আপত্তি থাকে ৩০দিনের মধ্যে আরবান সার্ভে অফিস ব্যারাকপুর ব্লক -।।, বি. এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Ananya Ghosh (Advocate)
Barrackpore Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মহামান্য ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩২/২০২৪
দরখাস্তকারী শ্রীমত্যা সুষমা দালাল

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ০২/১১/২০২২ তারিখে সুনীল দালাল, পিতা-মৃত গোপাল দালাল, সাং- নহুসেনপুর, পোঃ-বন্দীপুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, পরলোক গমন করায় তাহার সাকসেশন সার্টিফিকেট লইবার জন্য তাহার স্ত্রী শ্রীমত্যা সুষমা দালাল, সাং-নহুসেনপুর, পোঃ-বন্দীপুর, থানা- হরিপাল, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০৭, তাহার মুরালীধর রতনলাল এক্সপোর্ট লিমিটেড, ইউনিট ইন্ডিয়া জুট মিল, শ্রীরামপুর হুগলী-তে গ্র্যাচ্যুইটি বাবদ ১১,৬৪২ টাকা ও পি.এফ. বাবদ ৭৭,১২৫ টাকা মোট ৮৮,৭৬৭ টাকার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, সেমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। উক্ত সময়ের পরে কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

আদালতের আদেশানুসারে

দরখাস্তকারীর তরফে **Dhiraj Sanbui, Adv.** উকিলবাবুর সহি — **Chanchal Biswas** সেরেস্তাদার **10.09.2026**

LEGAL NOTICE
IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE, HOOGHLY AT CHANDERNAGORE
ACT 39 CASE NO.- 29/2025

Will of Late Smt. Purnima Modak, W/o Late Sunil Kumar Modak alias Sunil Modak; resident of Kantapukur Surgali, Post and Police Station- Chandannagar. District- Hooghly, West Bengal, PIN- 712136. Her son Sri Subhasish Modak has applied for grant of probate of the said will.

All persons claiming to have any interest in the estate of the above-named deceased are hereby cited to come within one month from the date of publication and see the proceedings, if they think fit before the grant of probate in the above estate.

Therefore, you are hereby summoned to appear in this Court in person or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions and put objection against the petition, within 30 days from the date of publication Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard ex-parte along with Given under my hand and the seal of the Court on this 30th day of June..2026.

SCHEDULE PROPERTY

The piece and parcel of the Bastu Land admeasuring 1 Katha 4 Chattak 12 Square Feet or 0.020 acres alongwith the residential house standing upon it, within the District of Hooghly: Mouza, Police Station, Sub-Division and Addl. District Sub-Registry Office- Chandannagar; J.L. No. 1; Sheet No.- 3; appertaining to R.S. Dag No. 295 of R.S. Khatian No.- 172, corresponding to L.R. Dag No. 428 of L.R. Khatian No. 40/1; incorporate to Holding No.- 781 under Ward No. 2 of Chandernagore Municipal Corporation, in the area of Kantapukur Main Road; alongwith all right to usage of electricity connection, water connection, drains, passage for ingress and egress, and all other easement rights.

Submitted by
Debjit Ghosh
Advocate

As per order of the Court
Monajit Chakraborty
Serestadar
District Delegate, Chandernagore

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **সেখ আমিরুল্ল,** পিতা সেখ সাইফুদ্দিন, সাকিম বাজে ধান্যহানা, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয় বিগত ইং ০৯/১১/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **IV-00076/2016** নং আমমোক্তারনামা দলিল মুলে আমার মক্কেল **আনসারী বেগম,** স্বামী মরহুম আসরাফ আলি খাঁ, সাকিম পার্বতীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ২৫/০৯/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03550/2017** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১) লিয়াকত আলি খাঁ, ২)সওকত আলি খাঁ, ৩)রহমত আলি খাঁ, ৪)একরাম আলি খাঁ,** সকলের পিতা মরহুম আসরাফ আলি খাঁ, সকলের সাকিম পার্বতীপুর, দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয়গণকে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা জগজীবনপুর, ৪৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৮৩ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৬২৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১ একর ১৮ শতক, তন্মধ্যে **০২.৩০ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১) লিয়াকত আলি খাঁ, ২)সওকত আলি খাঁ, ৩)রহমত আলি খাঁ, ৪)একরাম আলি খাঁ,** তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **হরিপাল ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর** আদালত, হুগলী, 8145852335

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে **যে, শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য্য,** স্বামী শ্রী কৌশিক ভট্টাচার্য্য, সাকিম সি-৯১০, লোহা রুকা গ্রীন হাইট এ্যাপার্টমেন্ট, রাইগাছি, রাজারহাট মেন রোড, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০১৩৫, মহাশয়া বিগত ইং ০৩/০৮/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-07283/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী রমিত রায়,** পিতা ৺অমিত রায়, সাকিম তালডাঙ্গা নুড়িপাড়া, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-02819/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বাবলু সামন্ত,** পিতা ৺ননীগোপাল সামন্ত, সাকিম বলদবাঁধ, পানিশেওলা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা গোপীনগর, ৭৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৭৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫৮৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৩ শতক, তন্মধ্যে **০৫ শতক** সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বাবলু সামন্ত,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **হরিপাল ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর** আদালত, হুগলী, 8145852335

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **সেখ নুর ইসলাম,** পিতা-সেখ সাহাদ আলি, সাং- নালিতাজোল, বাজিপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী, পিন ৭১২৪০৫, মহাশয় নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক ও দখলিকার হইতেছেন যাহা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ও বিভিন্ন বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নামে হাল বরাবর ৯৯০ নং খতিয়ানে নথীভুক্ত করতঃ ভোগদখলে কায়েম রহিয়াছে। বর্তমানে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে জনৈক **নাসিরউদ্দিন মন্ডল,** পিতা আতিয়ার রহমান, সাং প্রসাদপুর, চন্দনপুর, জেলা হুগলী, পিন- ৭১২২২৩, মহাশয়ের সহিত বায়নানামা চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির কোন শরিক বা পাশ্ববর্তী দাগের সম্পত্তির মালিক তথা ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আমার সহিত কিংবা আমার মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ করুন নচেৎ উক্ত সময় উত্তীর্ণের পর আমার মক্কেল প্রস্তাবিত উক্ত **নাসিরউদ্দিন মন্ডল** মহাশয়ের নিকট উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন। সেক্ষেত্রে কাহারো কোনরূপ অগ্রক্রয়ের বা অন্য কোনরূপ খরিদ করিবার দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না, করিলেও উক্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে। **তপশীল সম্পত্তি:** জেলা ও ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী এবং এ.ডি.এস.আর. ও থানা ধনিয়াখালির অধীনস্থ মৌজা-নালিতাজোল, জে.এল. নং ২১৪, হাল খতিয়ান নং-৯৯০ ভুক্ত। ১ বন্দে সাবেক দাগ ৬৩১/১৫৫৬ (ছয় শত একত্রিশ এর বাটাব এক হাজার পাঁচ শত ছাপান্ন) তথা হাল দাগ ৭৬৯ (সাত শত উনত্তর) এ শালি জমি, ১৲ আনায় ০১ শতকের মধ্যে উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০১ শতক মাত্র। ২ বন্দে সাবেক দাগ ৬৩২ (ছয় শত বত্রিশ) তথা হাল দাগ ৭৭০ (সাত শত সত্তর) এ ডাঙ্গা জমি, ১ আনায় ১১ শতক মধ্যে উপরোক্ত খতিয়ান ভুক্ত ০.২৫০০ অংশে চিহ্নিত ০২.৭৫ শতক মাত্র।

বিনীত- **মহঃ রাজীব, অ্যাডভোকেট,** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের একজন মক্কেল **শাহীন খান ওরফে শেহীন খান,** উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে, কেসি-১/২এ অশ্বিনী নগর, ব্লক-এ, আরজিএম-১৪/২২৩৯ হোল্ডিং নং-এ অবস্থিত, থানা- রাজারহাট, মৌজা - জ্যাংরায় **"অশ্বিনী পার্ক" ব্লক-এ** নাম ও পরিচয়ে পরিচিত ভবনের ৩য় ফ্লোরে প্রায় ৭৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সি-৪ নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের সম্পূর্ণ মালিক। এডিএসআর বিধাননগরের অফিসে নিবন্ধিত এবং ২০১১ সালের জন্য ১৫০৪০৩৭৫০ নং দলিল হিসেবে বই নং ১, ভলিউম নং ৭, ৪৬৯১ থেকে ৪৭২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা তাঁর মূল পূর্ববর্তী দলিলটি হারিয়ে/স্থানচ্যুত হয়েছে। উক্ত দলিল হারানো/স্থানচ্যুত হওয়ার বিষয়টি ২৬-০৯-২০২৬ তারিখের ২১৫৫ নং জিডিই মূলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় জেনারেল ডায়েরি বা জিডি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, অধিকার, মালিকানা এবং/বা স্বার্থ থাকলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে তাদের দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
৪৮ নং রুম, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেইল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রুমা দাস,** স্বামী শ্রী গৌতম দাস, সাকিম গোপালপুর চড়কতলা, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০১৪৩, ও **২)শ্রী রনদ্বীপ দত্ত,** পিতা ৺রবীন্দ্রনাথ দত্ত, সাকিম ১০৯ অরবিন্দ সরনী, হাটখোলা, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৫, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়, বিগত ইং ২১/১০/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-05033/2022** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সনৎ খাঁ,** পিতা ৺কানাই খাঁ, সাকিম বিষ্ণুবাটী (পূর্ব), ভাটা, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়কে, এবং **৩)শ্রীমত্যা সন্ধ্যা নন্দী (দে),** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র নন্দী, স্বামী ৺অলোক দে, সাকিম ৩৭বি, ভুপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৪, মহাশয়া বিগত ইং ০৫/০৮/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-03871/2022** নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী পঞ্চানন জানা,** পিতা ৺কানাইলাল জানা, সাকিম বিষ্ণুবাটী (পূর্ব), ভাটা, তারিকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়কে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা বলে শ্রী সনৎ খাঁ ও শ্রী পঞ্চানন জানা মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারদ্বয় যৌথ ভাবে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ০৫/০৬/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত **I-01464/2026** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী হরিদাস অধিকারী,** মাতা শ্রীমত্যা তাপসী অধিকারী, পিতা ৺রঘুনাথ অধিকারী, সাকিম ভীমপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা হরিপাল, ৬৮ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৯৬ নং দাগে দোকান ষোল আনায় ০৩ শতক, তন্মধ্যে ১)হাল এল.আর. ১৮০৬ নং খতিয়ান হইতে **০.৪৩ শতক** এবং ২)হাল এল.আর. ১৮০৮ নং খতিয়ান হইতে **০.২১ শতক,** এবং ৩)হাল এল.আর. ১৮০৫ নং খতিয়ান হইতে **০.৪৩ শতক,** একুনে একটি দাগে তিনটি খতিয়ান হইতে মোট **১.০৭ শতক** দোকান সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী হরিদাস অধিকারী,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও **হরিপাল ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু), চন্দননগর** আদালত, হুগলী, 8145852335

বিজ্ঞপ্তি

আমি **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**, পিতা- মৃত বেনুধর পাত্র, D.C. 3/7 Gold Green Phase- 1 Golf Green Kolkata 700095, West Bengal গত ইংরাজী ২৭/০৯/২০২৬ তারিখে দীঘা হইতে কাঁথির প্রাক্কালে কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডের Book-1 volume no-244, pages-1-10 &11-38, **being no-3093/3094 For the year 1981** Golf Green Duplex Co operative Housing Society Ltd Share Certificate being No. 44, Regd. No. 43, dt. 28th January 2024 নং original Certificate হারাইয়া গিয়াছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন নিম্নের ঠিকানায় ফোনে জানাইলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিব।

ইতি- **শ্রী রঞ্জিত পাত্র**
পিতা- মৃত বেনুধর পাত্র
মোঃ- ৭৯৮০৬২৮৩১৫

বিজ্ঞপ্তিকারীর পক্ষে –
Subrata Ghosh. (Advocate)
Contai Sub-Divisional Court
Enrollment No.- WB-1777/199

বিজ্ঞপ্তি

আমি হরেকৃষ্ণ বর্মন, ১/৭, ভুবন মোহন রায় রোড, পোঃ বড়িষা, থানা - হরিদেবপুর, পিন- ৭০০০০৮-এর বাসিন্দা। আমি আমার মূল সম্পত্তির দলিল হারিয়ে ফেলেছি, যা ১৯৭৯ সালের ৬০২৫ নম্বর এবং ২০২৩ সালের ১৪৪৮৫ ও ১৪৪৮৭ নম্বর বিশিষ্ট রেজিস্ট্রিকৃত দলিল। এই বিষয়ে হরিদেবপুর থানায় ২৮.০৯.২০২৬ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি (GDE No. ২৫২২) করা হয়েছে।

যদি কেউ এটি খুঁজে পান, তবে দয়া করে যোগাযোগ করুনঃ **হরেকৃষ্ণ বর্মন,**
মোবাইলঃ +৯১ ৯৮৮৩৩৮০৪৫২

আমি কৃত্তিবাস বাড়ৈ পিতা রমেশ বাড়ৈ সাং- শ্রীরামপুর-আশ্রম পাড়া,পোঃ+থানা- কালনা, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। দলিল নং-৪৩৭ তে ইং ২০২৫ সালে ক্রয় করিয়াছি জ্যোৎস্না মন্ডল স্বামী- বিশ্বনাথ মণ্ডল এর কাছথেকে তার দাগ নং হাল-১২০৬ তে ৬.৮০ শতক পরিমাণ মৌজা- শাসপুর জে. এল-১৬৮ তার রেস্ট্রিরী পাওয়ার নামা হল ২৪৫ ইং- ২০২৪ সালে আমমোক্তারনামার বলে মিউটেশন কেস নং- MN/2026/0230/4517 কেসের রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক তার জন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকলে কালনা ২ নং অপিসে জানাবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী রাসমনি বাস্কে,** পিতা শ্রী চৈতন্য মুর্মু, স্বামী শ্রী সাগর বাস্কে, সাকিম দত্তপুর, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, মহাশয়া তাহার পিতার নিকট হইতে দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্পদায় ভুক্ত সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই (পিতার নামীয়) তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। যাহার **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, ৪৭ নং জে.এল. ভুক্ত, জগজীবন মৌজায়, হাল এল.আর. ৮৩২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৭১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৮২ শতক তন্মধ্যে ১৬ শতক সম্পত্তি। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৯৭৩৫২৪৬৯৩৩) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত ।
২০২৫ সালের ৫১ নং এ্যাক্ট ৩৯ (প্রবেট) মোকৰ্দ্দমা ।

দরখাস্তকারী:- দীপক পাল, পিতা - মৃত সুনীল কুমার পাল, সাং ১২৬, বালি কালীতলা, থানা চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৩।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, উক্ত দরখাস্তকারী জেলা হুগলী, থানা উত্তরপাড়া নবগ্রাম কলোনী বড়বহেরা, হাল 'আনন্দমঠ' পোঃ চুঁচুড়া (আর.এস), থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী নিবাসী **প্রফুল্লধন বন্দ্যোপাধ্যায়** এর ইং ০৩।০৯।২০০৩ তারিখের ত্যক্ত উইলের প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত উইলভুক্ত সম্পত্তি উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোন্নগর মৌজায় পুরাতন খতিয়ান নং ৩১৭৮, পুরাতন দাগ নং ১৫০, যাহার এল.আর. দাগ নং ৫৮৪, শালি ০.০৮৩ সহস্রাংশ বা কমবেশী ০৫ কাঠা হইতেছে। উক্ত উইলের প্রবেটের যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তবে তিনি অত্র বিজ্ঞপন প্রকাশনার দিন হইতে আগামী বা ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি জানাইবেন, নতুবা উক্ত মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানী অন্তে নিষ্পত্তি হইবে ।

দরখাস্তকারীর আইনজীবী
শ্রী অশোককুমার ব্যানার্জী
এ্যাডভোকেট
রথতলা, বড়বাগান,

আদালতের অনুমত্যানুসারে
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের একজন মক্কেল **শাহীন খান ওরফে শেহীন খান,** উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে, কেসি-১/২এ অশ্বিনী নগর, ব্লক-এ, আরজিএম-১৪/২২৩৯ হোল্ডিং নং-এ অবস্থিত, থানা- রাজারহাট, মৌজা - জ্যাংরায় **"অশ্বিনী পার্ক" ব্লক-এ** নাম ও পরিচয়ে পরিচিত ভবনের ৩য় ফ্লোরে প্রায় ৭৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের সি-৪ নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের সম্পূর্ণ মালিক। এডিএসআর বিধাননগরের অফিসে নিবন্ধিত এবং ২০১১ সালের জন্য ১৫০৪০৩৭৫০ নং দলিল হিসেবে বই নং ১, ভলিউম নং ৭, ৪৬৯১ থেকে ৪৭২৩ নম্বর পৃষ্ঠায় রেকর্ড করা তাঁর মূল পূর্ববর্তী দলিলটি হারিয়ে/স্থানচ্যুত হয়েছে। উক্ত দলিল হারানো/স্থানচ্যুত হওয়ার বিষয়টি ২৬-০৯-২০২৬ তারিখের ২১৫৫ নং জিডিই মূলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় জেনারেল ডায়েরি বা জিডি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো সত্তা বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনো দাবি, অধিকার, মালিকানা এবং/বা স্বার্থ থাকলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে তাদের দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রাহ্য করা হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
৪৮ নং রুম, গ্রাউন্ড ফ্লোর,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেইল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দলিল নং 01634/2007, A.D.S.R. চন্দননগর এর নিকট সম্পাদিত, রেজিস্ট্রিকৃত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নং 123/2006, তারিখ 08.01.2006 মুলে, যাহা D.SR-II হুগলিতে রেজিস্ট্রিকৃত, আমার মক্কেল সমীর পণ্ডিত, পিতা রাজনন্দন পণ্ডিত, সাং, শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, ১কাঠা 4 ছটাক জমি, J.L. নং 21, L.R. খতিয়ান নং 371, LR. দাগ নং 1603, মৌজা গৌরহাটি, চাঁপদানী, শ্রী বিশ্বনাথ দাস, পিতা ক্ষিতীশ দাস, সাং পুর্বাচল পল্লী, ভদ্রেশ্বর এর নিকট হইতে খরিদ করিয়াছেন।

মিউটেশন কেস নং MN/2026/0619/3849 মুলে B.L. & L.R.O., খলিসানী, সিঙ্গুর অফিসে দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত কেসের উপর কোন আপত্তি থাকিলে 30 দিনের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র সহ সংশ্লিষ্ট অফিসে দাখিল করুন।

প্রদীপ কুমার গাঙ্গুলি।
আইনজীবী
চন্দননগর কোর্ট, হুগলি
রেজিঃ নং -WB/1587/18

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, কেউ ছাড় পাবেন না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা এবং বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে বেলঘরিয়া ডিপোয় সিএনজি জ্বালানি পাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। এখান থেকে সিএনজি গ্যাস পাওয়া যাবে। সরকারি এবং ব্যক্তিগত গাড়ি সিএনজি পরিষেবা নিতে পারবে। সিএনজি জ্বালানি পাম্পের উদ্বোধন এসে পরিবহণ মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, বিগত সরকারের আমলে বেলঘড়িয়া ডিপোয় যারা দুর্নীতি করেছে। যারা কো-অপারেটিভের টাকা নয়ছয় করেছে। তাঁরা কেউ ছাড় পাবেন না।

পরিবহণ ব্যবস্থায় গতি আনতে মন্ত্রী জানান, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ১৫০০ নতুন বাস রাস্তায় নামবে। মন্ত্রী আরও জানান, কলকাতা শহরে সড়ক পথের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই বিকল্প হিসেবে জলপথ ব্যবহার করতে হবে। লন্ডনের কায়দায় এখানে জলপথকে উন্নয়নের চেষ্টা করা হবে। সিএনজি জ্বালানি পাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত এদিন হাজির ছিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, এসবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রণব ঘোষ, বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

নাগরিকত্ব নির্ধারণে তৎপর এফআরও, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদন যখন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তখন কোন এক্তিয়ারে ওই নাগরিকদের নাগরিকত্ব নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্নে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসার তথা পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়ে এবার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। পুরো বিষয়টিকে 'পরস্পরবিরোধী' বলে আখ্যা দিয়ে প্রশাসনের কার্যপ্রণালী নিয়ে চরম উষ্মা প্রকাশ করেছেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিচারপতির প্রশ্ন, 'আপনারা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছেন কেন? ট্রাইব্যুনাল বিচার করার আগেই যদি প্রশাসন সব ঠিক করে দেয়, তবে ওই ব্যবস্থার আদৌ কি কোনো যৌক্তিকতা থাকে?'

ঘটনার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের হিরানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নাসিরুদ্দিন শেখ, লাল্টু শেখ, শফিকুল ইসলাম এবং সারিব শেখকে 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' সন্দেহে ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় আরও একাধিক ব্যক্তিকে একই ভাবে আটক করা হলেও ১৯ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু এই চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। অথচ, বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ পড়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনে তৈরি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানিয়েছেন ওই চার ব্যক্তি।

এমতাবস্থায়, ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা সেই মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আটক চার ব্যক্তির প্রতিবেশী মোস্তাকিম শেখ। শুনানিপর্বে আবেদনকারীর আইনজীবী রঘুনাথ চক্রবর্তী আদালতকে জানান, আটক ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক। তাঁদের মা-বাবার নাম ২০০২ সালের এসআইআর ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত ছিল। এমনকী, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তা সত্ত্বেও এভাবে তাঁদের বেআইনিভাবে আটকে রেখে সমান্তরাল ভাবে নাগরিকত্ব নির্ধারণের চেষ্টা চালাচ্ছে বিলাসপুর প্রশাসন।

শুনানি চলাকালীন বিলাসপুরের এফআরও-র ভূমিকার চরম সমালোচনা করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, 'প্রশাসনের দায়িত্ব কী আর ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বই বা কী? বিলাসপুরের এসপি ও কর্তৃপক্ষ যদি নিজেরাই নাগরিকত্ব নির্ধারণ করে দেয়, তবে আমি পুরো বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেব।' হাইকোর্ট শুনানির সময় জানায় যে, মামলাটিতে এখনও বিলাসপুরের এফআরও-কে আনুষ্ঠানিক ভাবে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। বিচারপতি রাও অবিলম্বে এফআরও-কে মামলায় পক্ষভুক্ত করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ওই চার জনকে কীসের ভিত্তিতে আটকে রাখা হয়েছে, সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিশদ রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৮ অক্টোবর।

পুলিশের পদক্ষেপ সঠিক, হুমায়ুন ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদ, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার রাতে পুলিশ শুরু হয়েই রেজিনগর থানার পুলিশ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান হুমায়ুন কবীরকে গ্রেপ্তার করেছে। হুমায়ুনের গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং দাবি করেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে পুলিশ সঠিক পদক্ষেপ করেছে। উনি পুলিশের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্য করার পাশাপাশি ভোটে দাঙ্গা লাগানোর কৌশল নিয়েছিলেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, একদিন আগেই ওকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। আগে তো শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা দরকার। তারপর তো হার-জিতের বিষয়।

প্রসঙ্গত, সোমবার নবান্ন সভা ঘরে 'উড়ান' প্রকল্পের আওতায় এবং পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিমান বন্দর গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'সমঝোতা চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরপরেই মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, রাজ্যের আঞ্চলিক বিমানবন্দর তৈরির জন্য কল্যাণীতে সার্ভে করা হচ্ছে। তবে দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকা বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। ওখানে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ অর্গানাইজেশন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী আরও জানান, আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুন্ডা ও পুরুলিয়ার ছররা বিমান বন্দর উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর দাবি, শিল্পায়নের লক্ষ্যে বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে হবে।

হাওড়ায় বকেয়া সম্পত্তি করে ছাড়, আধুনিক দুই শ্মশানঘাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগে হাওড়াবাসীর জন্য জোড়া ঘোষণা করল হাওড়া পুরসভা। বকেয়া সম্পত্তি কর মেটালে সুদ, জরিমানা ও পেনাল্টি পুরো মকুবের পাশাপাশি আবাসিক সম্পত্তির মূল করে মিলবে ১০ শতাংশ ছাড়। একই সঙ্গে সালকিয়া ও শিবপুর শ্মশানঘাট আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও এদিন জানান হয়। মঙ্গলবার হাওড়া পুরসভার কেন্দ্রীয় অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই।

এদিন মন্ত্রী জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বকেয়া থাকা করদাতারা এই সুবিধা পাবেন। তাঁর কথায়, ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত হাওড়া পুরসভার অনলাইন পোর্টালে যাদের সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে, তাদের কোনো জরিমানা, পেনাল্টি বা সুদ দিতে হবে না। এর পাশাপাশি সব আবাসিক বাড়ির ক্ষেত্রে মূল করের ওপর আরও ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। এরজন্য আলাদা আবেদন করতে হবে না। অনলাইনে অ্যাসেসমেন্ট নম্বর দিলেই ছাড়ের পর কত কর দিতে হবে, তা জানা যাবে। ৩১ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে। হাওড়া পুরসভায় প্রায় ৪৮০ কোটি টাকা সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে। প্রায় ১.৯০ লক্ষ করদাতাকে এর আওতায় আনা হয়েছে।

হাবড়া স্বর্ণশিল্পী ব্যবসায়ী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হল। সম্প্রতি ১২৭০ জন ভোটারের নির্বাচনের মাধ্যমে ১৭ জন ব্যবসায়ী কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হন। সোমবার দুপুরে সমিতির কার্যালয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি অনুপকুমার ভদ্র, সম্পাদক তাপস রায়, কোষাধ্যক্ষ বিজয় শ্রীরঙ্গ যাদব ও সহ সম্পাদক মানস রায় মনোনীত হন।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস বিধায়ক পবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিন্দুবাসিনী রোডে এক গৃহস্থের বাড়ির তিনতলার ঘরে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুনে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন ভাটপাড়ার জনদরদী বিধায়ক পবন কুমার সিং। তিনি বলেন, পুজো কমিটির প্রতিশ্রুতি অর্থ, মোবাইল ফোন, নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। বিধায়ক জানান, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করবেন এবং জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ওই পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

তিন ভাষাতেই ‘পশ্চিমবঙ্গ’ প্রস্তাব আনবে সরকার: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সরকারি নাম নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইংরেজিতে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বা বাংলায় ‘বাংলা’, ‘বঙ্গ’ কিংবা অন্য কোনও নাম নয়। তিন ভাষাতেই সরকারি ভাবে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামই ব্যবহার করা হবে। আগামী বিধানসভা অধিবেশনে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব আনা হবে বলে জানান রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। নাম পরিবর্তন নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে শমীক বলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বা ‘বাংলা’ কিংবা বঙ্গ নয় বরং সব ভাষাতেই একমাত্র সরকারি নাম হবে ‘পশ্চিমবঙ্গ’। প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে সরকারি নথি, সব ক্ষেত্রেই একই নাম ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হবে বলেই দাবি করেন শমীক। যদিও শুধুই কেন ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামই রাখা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যাও এদিন দেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, দেশভাগ এবং স্বাধীনতার সময় এই ভূখণ্ড তৈরির পিছনে বহু মানুষের আত্মত্যাগ আছে। সেই ইতিহাসকে মনে রেখেই পশ্চিমবঙ্গ নামটি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার।

যদিও এই রাজ্যের নাম বদলের আলোচনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে প্রশাসনিক সুবিধার কথা বলে রাজ্যের নাম বদলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজি বর্ণমালায় ‘ঢ’ দিয়ে নাম শুরু হওয়ায় কেন্দ্রের বিভিন্ন বৈঠক ও জাতীয় স্তরের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের বক্তব্য অনেক সময় শেষের দিকে আসে। সেই কারণ দেখিয়েই তৎকালীন সরকার ‘বাংলা’ নাম করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ২০১৬ সালে তিন ভাষায় তিনটি আলাদা নাম রাখার প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করেছিল তৎকালীন সরকার। পরে সেই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দেয়নি। বিজেপির পক্ষ থেকেও তখন বলা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ নামের সঙ্গে দেশভাগের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। নাম বদল হলে সেই ইতিহাস আড়ালে চলে যেতে পারে। যদিও রাজ্যের নাম বদলের উদ্যোগ অবশ্য তারও আগে শুরু হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য নাম বদলের প্রস্তাব উঠেছিল। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতার ইংরেজি নাম ‘ক্যালকাটা’ থেকে ‘কলকাতা’ করা হয়। কিন্তু রাজ্যের নাম বদলের প্রক্রিয়া আর এগোয়নি। এদিকে সম্প্রতি বারাণসী সফরেও বাংলার মানুষের জন্য একটি বড় পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শমীক। তাঁর দাবি, বারাণসীতে একটি বঙ্গ ভবন তৈরি করা হবে। প্রতি বছর বাংলা থেকে বহু মানুষ বারাণসীতে যান। তাঁদের কম খরচে থাকার সুবিধা দিতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে কোনও রাজ্যের নাম বদলাতে গেলে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করতে হয়। এরপর তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে যায়। পরে সংসদের দুই কক্ষে বিল পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে, তবেই রাজ্যের সরকারি নাম বদল করা যায় বলেই জানাচ্ছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা।

হুমায়ুনকে আগেই গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল, পুলিশ দেরি করেছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুমায়ুনকে আরও আগেই গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। মঙ্গলবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, হুমায়ুন কবীরকে আরও আগে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। পুলিশ দেরি করেছে। হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুলিশের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ প্রসঙ্গে শমীক বলেন, ভোটের আগে বা ভোটের সময়ে কেউ অশান্তি তৈরির চেষ্টা করলে প্রশাসন নিজের নিয়মেই ব্যবস্থা নেবে। তাঁর কথায়, কোনও সরকারই অশান্তি চায় না। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের পাশাপাশি পুলিশেরও দায়িত্ব। কেউ যদি সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেন, প্রশাসন নিজের নিয়মেই ব্যবস্থা নেবে।

মঙ্গলবার হুমায়ুনের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েও কড়া আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণেই সাধারণ মানুষের কাছে হুমায়ুনের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। শমীক দাবি করে বলেন, হুমায়ুন কবীরকে বাংলার মানুষ চিনে গিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরি এবং ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে আঘাত করার রাজনীতির কারণেই হুমায়ুন জনবিচ্ছিন্ন হয়েছেন।

পুলিশকে ‘মুগুর’ দিয়ে পেটানোর মন্তব্য নিয়েও হুমায়ুনকে এদিন কটাক্ষ করেন শমীক। তিনি বলেন, ওর এখনই হেলমেট পরে নেওয়া উচিত। কারণ, বাইরে বেরলে ক্ষুব্ধ মানুষই ওর মাথায় বাড়ি মারবে। উপনির্বাচনে রেজিনগরে পুলিশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে হুমায়ুন যে অভিযোগ করেছেন, তা খারিজ করে শমীক বলেন, ভোটের সময় অশান্তি তৈরির চেষ্টা হলে আইন মেনেই ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে এই ধরনের মন্তব্য করে উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করা উচিত নয়।

এছাড়াও এদিন ‘ইন্ডি’ জোট নিয়েও বিরোধীদের নিশানা করেন শমীক। তাঁর দাবি, বাস্তবে এই জোটের কোনও অস্তিত্ব নেই। লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে এলেও রাজনৈতিক ভাবে তারা একজোট হতে পারেনি। শমীকের বক্তব্য, যেখানে যেখানে নির্বাচন হচ্ছে, সেখানেই মানুষ এই জোটকে প্রত্যাখ্যান করছেন। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে তাঁর দাবি, দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেই আছেন। পাশাপাশি সিপিএমের কৃষক সভার সাম্প্রতিক কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, গত ১৫ বছর কোথায় ছিল এই কিষাণ সভা? তাঁর অভিযোগ, কৃষকদের জমি ও ফসল নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ার সময় বামেদের কৃষক সংগঠনকে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা মাঠে নামছে বলে কটাক্ষ করেন শমীক। আগামী দিনে বামেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিয়েও কটাক্ষ করে তাঁর দাবি, মানুষ তাদের রাজনীতির চরিত্র বুঝে গিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে তাদের নাম-নিশানা শেষ হয়ে যাবে বলেও মঙ্গলবার মন্তব্য করেন শমীক।

অভিষেকের নিরাপত্তা ছাঁটাইয়ের অভিযোগ, রাজ্যের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘হাতে গোনা দু’-এক জন হোম গার্ড ছাড়া আর কোনও নিরাপত্তা নেই!’ এমনই চরম নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় ধাক্কা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে আদালত রাজ্যের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়। আগামী ১৩ অক্টোবর মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

আদালত সূত্রে খবর, শুনানিপর্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী শঙ্করনারায়ণ মহাশয় সওয়ালে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘আমার মক্কেলের নিরাপত্তা ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছিল। ২০১৩ সালে তাঁকে ‘ওয়াই’ ক্যাটাগরির সুরক্ষা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৪ সালে ‘ওয়াই প্লাস’, ২০১৫ সালে ‘জেড’ এবং ২০১৬ সালে তিনি সর্বোচ্চ ‘জেড প্লাস’ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। কিন্তু চলতি ২০২৬ সালে নির্বাচন শেষ হতেই গত ১০ মে কোনও পূর্ব নোটিস বা কারণ দর্শানো ছাড়াই হঠাৎ সেই ‘জেড প্লাস’ নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়।’

আইনজীবী আদালতে আরও দাবি করেন, নিরাপত্তা একধাক্কায় নামিয়ে ‘এক্স’ ক্যাটাগরিতে এনে মাত্র দু’জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। আর এই ছাঁটাইয়ের পরেই চরম বিপদের মুখে পড়েন সাংসদ। তিনি বলেন, ‘নিরাপত্তা কমানোর মাত্র ১৯ দিনের মাথায় সোনারপুরে তাঁর ওপর দুষ্কৃতী হামলা হয়। আগে থেকে পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কলকাতা পুলিশের মাত্র দু’জন আধিকারিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর বিমানবন্দরেও তাঁর ওপর আক্রমণের চেষ্টা চলে, যেখানে এক হামলাকারীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বা রিভলভার ছিল। শুধু তাই নয়, ক্যামাক স্ট্রিট এবং ডায়মন্ড হারবারের দলীয় কার্যালয়েও পৃথক হামলা চালানো হয়েছে। অতীতে দুর্ঘটনায় তাঁর চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়ার ইতিহাস রয়েছে, ফলে এই ধরনের হামলা প্রাণঘাতী হতে পারে।’

উভয়পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘নিরাপত্তা প্রত্যাহারের লিখিত নির্দেশ কোথায়? কেন এত তাড়াহুড়ো করে নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হল? ইতিমধ্যে ৪টি আলাদা হামলার ঘটনা ঘটেছে, কাল যদি ছোড়া পাথর সরাসরি গায়ে লাগত, তবে তার ফলাফল কী দাঁড়াত? এই অপ্রীতিকর ঘটনার দায় কে নিত?’

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ‘সেবা কে রং, রাষ্ট্র কে সঙ্গ’ (রঙ্গোলি) প্রতিযোগিতার আয়োজন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে? ছবি: অদিতি সাহা

লটারিতেই ঠিক হবে নিউটাউনের সিসি ব্লকের দুর্গাপুজোর ভাগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের সিসি ব্লকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে সংঘাতের নিষ্পত্তিতে এক নজিরবিহীন নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংঘাত মেটাতে ভাগ্যপরীক্ষাই একমাত্র পথ, অর্থাৎ লটারির মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হবে কোন গোষ্ঠী এবার দুর্গাপুজো আয়োজনের দায়িত্ব পাবে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার পুজো পরিচালনা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই ‘নিউটাউন সিসি ব্লক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’ এবং প্রতিবেশীদেরই একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে চাপানউতোর চলছিল। জায়গা হাতছাড়া না-করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে এবং পুজো নিশ্চিত করার দাবিতে সোজা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিবাদমান পক্ষগুলি। মামলাটির শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জটিলতা এড়াতে লটারির মাধ্যমেই পুজো আয়োজক গোষ্ঠী চূড়ান্ত করতে হবে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এই লটারি প্রক্রিয়া পরিচালনা ও তদারকি করবেন হিডকোর এস্টেট ম্যানেজার।

ফায়ার লাইসেন্সের নিয়ম সরলীকরণ, রেস্তোরাঁর নিরাপত্তায় বিশেষ জোর!

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর সময়ে কলকাতার রেস্তোরাঁয় ভিড় আরও বাড়বে। তাই ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আরও জোরদার করার উদ্যোগ নিল দমকল দফতর। সোমবার কলকাতায় রেস্তোরাঁ মালিকদের সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করলেন দমকলের আধিকারিকরা। সেখানে অগ্নি নিরাপত্তার পাশাপাশি ফায়ার লাইসেন্স, এনওসি এবং বিভিন্ন অনুমতির নিয়ম আরও সহজ করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। ধর্মতলার একটি হোটেলে ন্যাশনাল রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা শাখার সঙ্গে এই বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রেস্তোরাঁ শিল্পের প্রতিনিধিরা এবং দমকল দপ্তরের আধিকারিকরা। পুজোর সময়ে রেস্তোরাঁয় কী ভাবে নিরাপত্তা বজায় রাখা হবে, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক রয়েছে কি না এবং নিয়ম মেনে ব্যবসা চালাতে গিয়ে মালিকদের কী ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এদিন রেস্তোরাঁ মালিকদের পক্ষ থেকে ফায়ার লাইসেন্স ও এনওসি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার কথা তুলে ধরা হয়। প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং অনুমতির প্রক্রিয়া নিয়েও তাঁদের একাধিক অভিযোগ ছিল। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম বজায় রেখেই কিছু প্রক্রিয়া সহজ করার বিষয়টি ভাবা হচ্ছে। এই বিষয়ে দমকলের এডিজি অভিজিৎ পান্ডে জানান, রেস্তোরাঁ মালিকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে ফায়ার লাইসেন্সের নিয়ম কিছুটা সরল করার চিন্তাভাবনা চলছে। কেন্দ্রীয় অগ্নি নিরাপত্তা বিধি মেনে ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে কোথায় কী ভাবে নিয়ম সহজ করা যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিনের বৈঠকের পরে এনআরএআইয়ের কলকাতা শাখার প্রধান পীযূষ কাঁকারিয়া বলেন, দমকলের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা সন্তুষ্ট। বেশ কিছু বিষয়ে দমকলের কাছ থেকে আশ্বাসও পাওয়া গেছে। বিশেষ করে সেলফ ডিক্লারেশন, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এবং ফায়ার লাইসেন্সের প্রক্রিয়াকে আরও সুবিধাজনক করার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। পুজোর আগে রেস্তোরাঁয় আসা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার পাশাপাশি খাদ্য সুরক্ষার বিষয়েও জোর দেওয়া হচ্ছে। বড় রেস্তোরাঁগুলির মালিকদের সঙ্গে এই বৈঠকের মাধ্যমে অগ্নি নিরাপত্তার নিয়ম আরও কার্যকর করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

অনুমোদন ছাড়া পশু-পাখি বিক্রিতে নিষেধ, কড়া হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৈধ লাইসেন্স ও নথিপত্র ছাড়া ফুটপাথে বা খোলা বাজারে বেআইনি ভাবে কোনও পশু-পাখি বিক্রি করা যাবে না। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী গ্যালিফ স্ট্রিটের হাটে বন্যপ্রাণী ও পোষ্য বেচাকেনা সংক্রান্ত মামলায় এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি আদালতের স্পষ্ট বার্তা, কারা লাইসেন্স নিয়ে বৈধ ব্যবসা করছেন আর কারা বেআইনি ভাবে ফুটপাথ দখল করে রয়েছেন, তার সম্পূর্ণ রিপোর্ট রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশকে দিতে হবে।

এ দিন শুনাপর্বে শহরের রাজপথ ও ফুটপাথ বেদখল হওয়া নিয়ে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। ট্র্যাফিকের বেহাল দশা এবং পথচারীদের দুর্ভোগের চিত্র তুলে ধরে তিনি পর্যবেক্ষণ জানান, ‘কলকাতায় এখন কী চলছে! ফুটপাথ তো আর পথচারীদের জন্য নেই। সেখানে বেআইনি দোকান গেড়ে বসা হচ্ছে, গাড়ি রাখা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে বাধ্য হয়ে জীবন হাতে নিয়ে মূল রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। শহরের ফুটপাথ ও রাস্তার এই হাল কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ফলে এই বেআইনি হকারি বরদাস্ত করা হবে না।’

পশু-পাখি কেনাবেচা প্রসঙ্গে আদালতের কড়া নির্দেশ, আইনত নিষিদ্ধ এমন কোনও বন্যপ্রাণী বা প্রাণী রাস্তায় বিক্রি করা চলবে না। যাঁরা নিজেদের বৈধ ব্যবসায়ী হিসেবে দাবি করছেন, তাঁদের সমস্ত ট্রেড লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষ সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই কেনাবেচার ছাড়পত্র মিলবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণে এদিন দেশের ঝুপড়ি কালচার ও অবৈধ দখলের প্রবণতাও উঠে আসে। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, প্রথমে রাস্তার ধারে অবৈধ ভাবে ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু হয়। তারপর বেআইনি ভাবে হুকিং করে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়। কিছুদিন কাটার পর আবার সেই বিদ্যুতের সংযোগ বৈধ করার আবেদন জানানো হয়। এভাবে বেআইনি স্থান কখনও বাসযোগ্য স্থান হতে পারে? কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত এই ছবি দেখা যাচ্ছে।

মামলার শুনানিতে অন্য পক্ষ সওয়াল করে জানায়, অনেকে কলকাতা পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সপ্তাহে একদিন ব্যবসা করতে বসেন। তবে রঙিন মাছ, কুকুর বিক্রি ইত্যাদি এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তা ছাড়া সেখানে ইনডোর ও আউটডোর গাছও বিক্রি হয়, যা পুলিশি অভিযানে বন্ধ রাখা হয়েছে। এর উত্তরে হাইকোর্ট স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পোষ্য কুকুরের রেজিস্ট্রেশন অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট আইন রয়েছে এবং রাজ্য অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডও বিদ্যমান। সেই বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিটি কুকুর ও বিড়ালের রেজিস্ট্রি করানো বাধ্যতামূলক হলেও বাস্তবে কেউ তা মানছেন না।

পাশাপাশি আদালত এও নির্দেশ দেয়, পুলিশ প্রশাসনকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাহায্য নিয়ে চিহ্নিত করতে হবে কারা গ্যালিফ স্ট্রিটে ব্যবসা করার প্রকৃত অধিকারী। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৪ অক্টোবর। ওই দিন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বিশদ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহালয়া থেকেই দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্ভবত শেষ হতে চলেছে এই মরশুমের বর্ষার টানা ইনিংস। মহালয়ার দিন থেকেই শুষ্ক আবহাওয়ার আবহ তৈরি হতে পারে গোটা রাজ্যে, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সপ্তাহের শেষের দিক থেকে বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। তবে তার আগে বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রাক-বিদায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে।

পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর তিনটি আলাদা অক্ষরেখার ‘ত্রিফলা’ প্রভাব সক্রিয় রয়েছে। একটি অক্ষরেখা উত্তরপ্রদেশ থেকে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় অক্ষরেখাটি বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ওড়িশা পর্যন্ত গিয়েছে। এছাড়া গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে আরও একটি এলাকা। বর্তমানে উত্তর ভারত, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ অংশ থেকেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বাংলায় অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যাবে।

তবে পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে যে, বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা

বাড়বে। বুধবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দমকা হাওয়া (গতিবেগ ঘণ্টা ৩০-৪০ কিমি) ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্ষার বিদায়বেলায় আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও আশঙ্কা নেই। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি কমে শনিবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া ফিরবে।

এদিকে তিলোত্তমায় আজ আংশিক মেঘলা আকাশ থাকলেও বাতাসে অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পের কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। সোমবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (স্বাভাবিক)। মঙ্গলবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৫৯ থেকে ৯৭ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতায় দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা ২৭ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, মালদা এবং দুই দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়া-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পাবে এবং রবিবার থেকে বর্ষা বিদায়ের আবহ তৈরি হবে।

আইন মেনে পুজোমণ্ডপ আলোকিত করুন

অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো এবং জগদ্ধাত্রীপুজোর কমপক্ষে ৭ দিন আগে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সঠিক চাহিদা এবং অন্যান্য বিবরণী জানিয়ে আপনার নিকটতম কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে

সল্টলেক ও নিউটাউন এলাকার পুজো মণ্ডপগুলিতে প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হতে পারে

ঘোষিত চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার না করার লিখিত অঙ্গীকারপত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান-এর সই সহ জমা করতে হবে

ঘোষিত চাহিদার অতিরিক্ত এবং অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে

ট্রান্সফর্মারের ওপর অতিরিক্ত চাপের কারণে ট্রান্সফর্মারটি জ্বলে যেতে পারে বা সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে

এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্ধকার নেমে আসতে পারে

মণ্ডপে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে জীবন ও সম্পত্তিহানি এবং আশপাশের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে

মাত্র কয়েকজনের দোষে সমগ্র এলাকায় দুর্ভোগ হতে পারে

যদি ঘোষিত চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নেওয়া হয় অথবা যদি বেআইনিভাবে মণ্ডপে বিদ্যুৎ নেওয়া এবং সম্প্রসারিত করা হয় সেক্ষেত্রে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

বেআইনিভাবে বিদ্যুৎ নেবেন না, দেবেন না

আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

WBSEDCL ২৪ ঘণ্টাই আপনার সাথে, আপনার পাশে | টোল ফ্রি নং: ১৯১২১

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
রেজিস্টার্ড অফিস: বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি জে, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
CIN: U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in
WBSEDCL

ICA-D1551(21)/2026

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সিসিটিভিতেই হবে না, ফেরাতে হবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও এসআরএফটিআই-য়ের মতো দুটি দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের ওপর আক্রমণ, হামলা, ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের দাপাদাপির ঘটনায় তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তা আরও কঠোর করতে কড়া অবস্থান নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যাদবপুর-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলায় এমনই মতামত জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বিচারপতিদের মত, ক্যাম্পাসে শুধু সিসিটিভি বসালেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ও নিরাপদ শিক্ষাদানের পরিবেশ গড়ে তোলাটাও দরকার। এটা প্রশাসনেরই কাজ বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট। এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে দাবি করা হয়, ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে কড়াকড়ি করা হয়েছে এবং নজরদারির জন্য পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তবে ডিভিশন বেঞ্চ সেই রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয়, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং কোনও ধরনের অরাজকতা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করাই আসল কাজ। এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে সেখানে নিরাপত্তায় বিশেষ জোর দিতে বলেছে আদালত। যাদবপুর ও এসআরএফটিআইয়ের ঘটনায় বহিরাগতদের দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে আদালতের এই হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং একই সঙ্গে উদ্বেগেরও। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীন ও স্বশাসিত সংস্থা। তাদের দায়-দায়িত্ব যদি আদালতকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হয়, তাহলে সেটা মোটেই ভালো উদাহরণ নয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ32/3rd/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5075198_1 is hereby further extended up to 12/10/2026 upto 15:00 PM; Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl. Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court
ICA- T18725(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
DATE CORRIGENDUM
Tender No.: KDHM/12/CON/26-27, E-Tender ID: 2026_MAD_1042916_1
Last date of Submission of Tender **12.10.2026** instead of **05.10.2026.** Details of can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

Punisole Gram Panchayat
Punisole :: Bankura
Notice Inviting Tender
The Executive Assistant Punisole G.P. invites Sealed Tender for 22 (Twenty Two) Nos. of work under **15th CFC (Tied)** Fund vide **NIT No. 03/2026-2027, Dated-05/10/2026.** Date of Sale of Tender Form : **06.10.2026 to 12.10.2026 up to 02.00 PM.** Last Date of Dropping : **13.10.2026 up to 03.00 PM.** Technical Bid opening Date : **14.10.2026 at 11.00 AM.** For details visit Undersigned G.P. Office in any working day & see Office Notice Board.
Sd/-
Executive Assistant
Punisole Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন - ৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ই-টেন্ডার নং: এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৬_২৭_ ৩৫; কাজের নাম:** আদ্রা ডিভিসনে, কেন্দ্রীভূত অডিও রেকর্ডিং সুবিধার প্রয়োগ সহায়তার মাধ্যমে অতি পুরনো ২৫ ওয়াট খুব উচ্চ কম্পাঙ্কের (ভিএইচএফ) সেট সমূহ প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি -র কাজ। **টেন্ডার মূল্য** : ১,৬২,৮১,৩০৬.৬৩ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ২৩.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১ টা; বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। (PR-857)

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-04/2026-27(3rd Call), Sl. 1, WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-06/2026-27(3rd Call), Sl. 1 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-08/2026-27 (1st Call), Sl. 1, Date-05.10.2026. Bid Submission Start Date : **06.10.2026 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **12.10.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **14.10.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://tenders.wb.gov.in** Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154
ANNUAL RATE CONTRACT FOR
RUNNING OF MINES' CANTEEN AT PACHHWARA (NORTH)
COAL MINES (PPJH), WBPDCL
Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-6199, Dtd: 05/10/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2308/26-27/E1379899/S-1229(HRA)
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"ANNUAL RATE CONTRACT FOR RUNNING OF MINES' CANTEEN AT PACHHWARA (NORTH) COAL MINES (PPJH), WBPDCL". Tender Document Download Start Date:** 07-OCTOBERT-2026, 02:00 PM, **Bid Submission End Date:** 28-OCTOBERT-2026, 11:00 AM. **Contact Person:** Smt. A. Sil, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9474973379. **E-mail:** asil@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
ICA- T18702(2)/2026

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/274/26-27 Dated 05.10.2026	CONSTRUCTION & WIDENING OF ROAD DUE TO CONSTRUCTION OF DRAIN AT SUBHASHGRAM HOSPITAL ROAD FOR RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.94,85,277.00

Bid Submission end date: **22.10.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/269/26-27 Dated 05.10.2026	Road Restoration of Earth Road and Broken Drain Slab Casting at Kusumba Haritala,Kusumba Aykatanpally and Kadarhat Biswaspara in Ward No. 07 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,10,161.00
WBMAD/ULB/RSM/270/26-27 Dated 05.10.2026	Road Restoration of Earth Road and Broken Drain Slab Casting at Vivekananda Nagar Sec-1 & 2 in Ward No. 05 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,723.00
WBMAD/ULB/RSM/271/26-27 Dated 05.10.2026	Road Restoration of Earth Road and Broken Drain Slab Casting at Sabuj Sangha to Aashram Bye Lane and Chouni Char in Ward No.03 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,58,205.00
WBMAD/ULB/RSM/272/26-27 Dated 05.10.2026	Road Restoration of Earth Road and Broken Drain Slab Casting at Nathya Mahal, Natun Diara and Aadarsha Nagar in Ward No. 04 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,86,210.00
WBMAD/ULB/RSM/273/26-27 Dated 05.10.2026	Repairing & Renovation of Kodalia Girls Primary & High School In Ward No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,48,556.00

Bid Submission end date: **15.10.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড ... (HWH-368/2026-27)
ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন-১৩(১)(এ) দেখুন]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, ২য় মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
মামলা নং: ওএ/১০৫/২০২৫
ডেবট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫ -এর সাব-রুল (২এ)-এর সাথে ...
... রেজিস্ট্রার ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/562 (2nd Call) , Dated : 06/10/2026
1st Call Ref : MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462 (1st Call), Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Bhatpara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **14/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/562 (2nd Call) , Dated : 06/10/2026
1st Call Ref : MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462 (1st Call), Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Kankinara Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **14/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/562 (2nd Call) , Dated : 06/10/2026
1st Call Ref : MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462 (1st Call), Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Shyamnagar Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **14/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/562 (2nd Call) , Dated : 06/10/2026
1st Call Ref : MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/462 (1st Call), Dated : 14/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Installation of electrical materials during festivals like Mahalya, Durga Puja, Kali Puja, Chatt Puja, Jagadharti Puja at different ganga ghat for idol immersion at Authpur Zone on hire basis under Bhatpara Municipality for year 2026-2027.".
Last Date of Submission of tender is **14/10/2026 at 15:00 Hrs.**
Details may be seen in **"tenders.wb.gov.in"** and **"bhatparamunicipalitygov.co.in"**
Sd/- Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

HARINKHOLA-II GRAM PANCHAYAT
Chhandra :: Harinkhola :: Arambagh :: Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various development work vide **e-NIT No. 311/Harinkhola-II GP/ Tender(5)/15th FC /2026** & **312/Harinkhola-II GP/ Tender(4)/15th FC /2026, Tender Reference no.:- WB/HOOG/ARAM/H-II/311/2026-27 & WB/HOOG/ARAM/H-II/312/2025-26, Dated 05/10/2026.** Bid Submission Closing Date :**12.10.2026 up to 10.00 Hours.** For more details visit **https://tenders.wb.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Executive Assistant
Harinkhola-II Gram Panchayat

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035
CORRIGENDUM
1) Name of Work: "Repairing Of Various Concrete Road and Bituminous Road at Different Wards Under Baranagar Municipality", NIeT No: **WBMAD/BM/PWD/NIT-155 (eSF)/ 2026-27 Dated-09.09.2026, Tender ID No. 2026_MAD_5023475_5, 2026_MAD_5023475_6, 2026_MAD_5023475_9 and 2026_MAD_ 5023475_10.** The Last Date of Bid Submission for the above mentioned e-Tender is hereby extended up to **10.10.2026**. For details please log on to **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/- Chairman

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia
Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting Corrigendum Notice for Date Extension for closing date of Bid Submission for emergent jobs at various wards within Raghunathpur Municipality.

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	03.10.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	03.10.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	09.10.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	12.10.2026	10.30 P.M. onwards

TENDER ID :-

2026_MAD_1044129_1	2026_MAD_1044120_1	2026_MAD_1044119_1	2026_MAD_1044117_1

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in** **Sd/- Chairman**
Raghunathpur Municipality,

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. Road, P.O. – Talpukur, Kolkata - 700123
TENDER NOTICE
No. 10/26-27/DMA/T Dated 06.10.2026
e-tender is invited by the Executive Officer, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under DMA. Last date of submission of tender. **12.10.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.tenders.wb.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Subhasis Ghosh
Executive Officer
Barrackpore Municipality

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

OFFICE OF THE
CHOAPARA GRAM PANCHAYAT
JALANGI DEV. BLOCK MURSHIDABAD
N.I.e.T NO:-007/CGP/VB-G RAM G/2026-2027, Dated:-05/10/2026 Date of Publication of E-NIT:-**06/10/2026 (11.00 a.m).** Document download start Date & Time:- **06/10/2026 (11.00 a.m)** Document download end Date & Time:- **14/10/2026 (1.00 p.m).** Bid submission start Date & Time:- **06/10/2026 (11.00 a.m)**
Last date & time of online submission of Technical Bid and Financial Bid.:- **14/10/2026 (1.00 p.m).** Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the Prodhan Choapara Gram Panchayat:- on or after **16/10/2026(2.00 p.m.).** Details see:- **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- Prodhan
Choapara Gram Panchayat
Jalangi. Murshad

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- House service water Connection (without water metering arrangment) to **6809 nos.** of Premises at **different wards** as per **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-8e/2026-27, Dated: 06/10/2026** within Ghatal Municipality, **Tender ID : 2026_MAD_10444827_1** & 04 nos. Supplying of .25 H.P. De-Watering Pumps with fittings for flood control ward no. 13, 14, 15, 17 within Ghatal Municipality as per **NIT no. WBMAD/GHATAL/NIT-9e/2026-27, Dated: 06/10/2026, Tender ID : 2026_MAD_1044904_1 to 2.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NIT(E)/SEPTEMBER.-03/HEALTH DEPTT./CMC/2026-27
MEMO NO.: 1407/MC-11, DATE: 06.10.2026
Online e-Tenders are hereby invited on behalf of the Naihati Municipality, from eligible, reliable, experienced, and resourceful service providers/manufacturers/ original equipment representatives for undertaking Comprehensive Maintenance Contract (CMC) of 05 (Five) numbers of Haemodialysis Machines installed at the Municipal Dialysis Unit under Naihati Municipality for a period of 02 (Two) years (extendable by 01 year based on satisfactory performance). Bid submission start date & time (online) **06.10.2026 after 18:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online) **15.10.2026 after 16:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online) **13.10.2026 after 16:00 Hrs.** Govt. tender website must be followed.
Sd/- **Executive Officer,**
Naihati Municipality

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
২, এন এস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল : head.arbkolkata@kvb.bank.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২৯.১০.২০২৬ তারিখে ই-নিলাম
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২- ... ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ...
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণ... যা সিকিউরড ক্রেডিটর, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ... ক্রেডিটর, দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত ... ফ্লোর, ১২ হো চি মিন সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১ ২). শ্রী ... কলকাতা-৭০০০৭০, ৩). শ্রী সন্দীপ গয়াল (জামিনদাতা), ... প্রা. লি. (জামিনদাতা), ২৪বি নিউ রোড, আলিপুর কলকা... কাছ থেকে সিকিউরড ক্রেডিটর, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমি... কুড়ি লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশো একাশি টাকা এবং সত্তর প... আদায়ের জন্য আগামী **২৯ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে** "যে... হবে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
২৪বি, নিউ রোড, আলিপুর, কলকাতা-৭০০০২৭ প্রেমিসে... অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট এবং ২৪বি, নিউ রোড আলিপুর ... বর্গফুট পরিমাপের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের জন্য) সহ তার ... অষ্টমাংশ) অবিভক্ত অংশ এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধার ... নামে রয়েছে।

ফর্ম জি
শিবালয় ইনফ্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান
কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এবং ধানবাদে (ঝাড়খন্ড) নির্মাণ সামগ্রী (সিমেন্ট এবং স্টিল) ট্রেডিং এবং ওয়ার্কস-কন্ট্রাক্ট পরিষেবা পরিচালনাকারী
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ(১)-এর অধীনে)
নং | প্রাসঙ্গিক বিবরণ

ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের ২৫০ বছর

কাঁকসার আয়মা রায় বাড়ির দুর্গাপূজায় আজও অক্ষুণ্ণ সনাতন পরম্পরা

সুজিত ভট্টাচার্য

পশ্চিম বর্ধমান: সময়ের নিয়ম মেনে বদলেছে অনেক কিছুই। একসময় যে পুজোয় ভোরের আলো ফুটতেই বাজত নহবত, বসত জমজমাট যাত্রাপালা, আজ সেসব অতীত। তবুও ২৫০ বছরেরও বেশি প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভক্তির অমলিন সুর আজও বিন্দুমাত্র টলকাতে পারেনি আয়মা গ্রামের রায় বাড়ির দুর্গাপূজাকে। আমেজ এবং জাঁক জমকে কোনও ভাঁটা পড়েনি আজও। সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে পূজিতা হন রায় বাড়ির একচালা মহিষাসুরমর্দিনী দেবী। বলিদানের রক্তক্ষরণ এখানে নিষিদ্ধ। পরিবর্তে বৈষ্ণব রীতি মেনে সপ্তমী ও অষ্টমীতে চালকুমড়ো এবং নবমী তিথিতে আখ বলির চল রয়েছে। পুজোর সূচনা হয় এক সুপ্রাচীন রীতি পালনের মাধ্যমে। সপ্তমী তিথি মেনে পরিবারের সদস্যরা নিকটবর্তী দামোদর নদ থেকে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে আনেন। এরপর ঐতিহ্যবাহী আটচালায় তাঁকে সাদর বরণ করে শুরু হয় মূল পর্ব। রায় বাড়ির এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক অলৌকিক ও রোমাঞ্চকর ইতিহাস। কথিত আছে, একদা কোনও এক বিশেষ সংকটের কারণে রায় পরিবার পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু দেবী তা মেনে নেননি। কথিত, স্বয়ং দেবী গ্রামের কুমার, মালাকার এবং ঢাকিদের স্বপ্নে দেখা দিয়ে পুজোর আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সেই বিশেষ অলৌকিক ঘটনার পর থেকে রায় পরিবারের বংশপরম্পরায় কোনো ছেদ ছাড়াই দেবী পুজো পেয়ে আসছেন। উৎসবের দিনগুলিতে রায় বাড়ির অন্দরমহলে আয়োজন করা হয় বিরাট ভোজের। দুইবেলা চাল-ডাল আর প্রসাদের ভুরিভোজে তৃপ্ত হন দর্শনার্থীরা ও ভক্তরা। মায়ের দুয়ারে এসে কোনো ভক্তই অভুক্ত ফিরে যান না। অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে যখন সন্ধিপূজার আরতি শুরু হয়, তখন রায় প্রাঙ্গণে নেমে আসে অগুনতি মানুষের ঢল। এই বিশেষ মুহূর্তে মানতপূরণ ও ধুনো পোড়ানোর মতো লোকায়ত আচার পালনে অংশ নেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা পুণ্যার্থীরা। নবমীতে আয়োজন করা হয় নবগ্রহের হোম। অবশেষে আসে বিষাদের দশমী। আগে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন এসে দেবীকে কাঁধে তুলে নিয়ে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন। বর্তমানে কাঁধের বদলে ট্রাক ব্যবহার করা হলেও, দেবীর পালকিতে চড়ে বিদায় নেওয়ার দৃশ্য এবং ভক্তদের আবেগ ও ভিড়ে এতটুকুও কমতি মেলেনি। আড়াইশো বছরের পুরনো এই রায় বাড়ির দুর্গাপূজা আজও ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম্য করে রেখেছে সমগ্র অঞ্চলকে।

ফেরার আসামি

নাম : তুস্কর বাগ, পিতার নাম- কাশিনাথ বাগ, সাং মথুরাপুর বাগদিপাড়া, গঙ্গাধার নিকটে, বাগআঁচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা নদীয়া, Ref: Kotwali PS. Case No. 1294/22 Dt. 19.12.22 U/S 363/365/34 IPC & adding section 6 of POCSO Act & POCSO No. 21/23, P. No. 126/26. উপরিউক্ত ব্যক্তি কোতয়ালী থানার উক্ত কেসের একজন ফেরার আসামি। মহামান্য আদালত উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত আসামীর সন্ধান পান, তাহলে কোতোয়ালী থানার টেলিফোন নম্বর- ০৩৪৭২-২৫২৮৩৫/০৩৪৭২-২৫২৮১৪ -এ যোগাযোগ করবেন।

এখনও ড. মেঘনাদ সাহার স্বপ্নের দামোদর পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ

আজও বন্যায় ভাসে খানাকুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ৬ই অক্টোবর ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিনে বন্যাদুর্গত আরামবাগ মহকুমার মানুষ ওনাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এদিন আরামবাগ মহকুমার অন্যতম বন্যাপ্রবন খানাকুলের মানুষের দাবি, যদি ড. মেঘনাদ সাহার দামোদর নদীর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতো তাহলে খানাকুল তথা পুরো আরামবাগ মহকুমার মানুষ ভয়াবহ বন্যার হাত থেকে বেঁচে যেতেন। তাই আজও খানাকুলের মানুষ বন্যার জলে ভেসে যায়। রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য জানান, 'বন্যা নিয়ন্ত্রণে ড. সাহার অবদান অনস্বীকার্য। যদিও পুরো দামোদর নদী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতো, তাহলে খানাকুলের মানুষ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতেন।'

প্রসঙ্গত, সালটা ১৯৪৩। সেবারও কয়েকদিনের তীব্র বৃষ্টিতে বিধ্বংসী বন্যা হয় দামোদর অববাহিকায়। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণের গুরুতর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন বাংলা সরকার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়ার জন্য দশ সদস্যের 'দামোদর বন্যা তদন্ত কমিটি' গঠন করে। যার সভাপতি ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা উদয় চাঁদ মহতাব এবং প্রধান পরামর্শদাতা বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর মেঘনাদ সাহা। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৭ জুলাই ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গণপরিষদের একটি আইন স্থাপিত হয়। নকশা অনুযায়ী মূল প্রস্তাবে সাতটি স্টোরেজ ড্যাম এবং একটি ডাইভারশন ড্যাম তৈরি করার প্রস্তাব ছিল। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেত, বোকারো, আইয়ার, বেলপাহাড়ি ও বেরমোতে (ডাইভারশন ড্যাম) ড্যাম গুলি তৈরির পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৯.১৫ লক্ষ একর ফুট জল নিয়ন্ত্রণ

এবং ২২.৭৫ লক্ষ একর ফুট সেচের জল সরবরাহের জন্য 'লাইভ স্টোরেজ' করার প্রস্তাব ছিল। সেই অনুযায়ী তিলাইয়া (১৯৫৩), কোনার (১৯৫৫), মাইথন (১৯৫৭), পাঞ্চেত (১৯৫৯) এই চারটি ড্যাম প্রথম পর্যায়ে তৈরি হলো। এরপর আন্তঃরাজ্য সংঘাত এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের অবনতির জন্য বন্ধ হয়ে গেল অর্থ বরাদ্দ। বাকি থাকা ৪টি ড্যাম আর তৈরিই হলো না। সবমিলিয়ে ডিভিসির অসম্পূর্ণতা ও সমস্যাগুলির সমাধান না হওয়ায় খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমাগত আরও ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে প্রতি বছর। তাই এই বিশেষ দিনে ডঃ সাহার মতো বিজ্ঞানীকে স্মরণ করছেন খানাকুলের মানুষ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the photograph of Punam Paswan, Father's Name - Dhananjay Ram of Sodepur Mana, PS - Budbud, Asansol-Durgapur Commissionerate, Who has been missing since 02.08.2026, at about 16.00 hrs. Residential area under Budbud PS. Description of this Missing person is: Age - 26 Years, Height - 5 Feet, Complexion - Fair, Wearing - Black Shirt, red pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No 033-24506120.

ICA-D 15413(3)/2026

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৭৩, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪০৩৫, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: মল্লিকা দে, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাবলীর অধীনে এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল** সিকিউরড ক্রেডিটর, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লেখিত তারিখগুলিতে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ২৮.১০.২০২৬
নিলামের সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং.	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারদের নাম	বিক্রয়াধীন সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা(গণ): i) মো. মজিদ পিতা- প্রয়াত আব্দুল জব্বার ii) নাহিদা খাতুন স্বামী- মো. মজিদ উভয়ের ঠিকানা: ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফর্তি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙা, কলকাতা ৭০০০১১ এছাড়াও: এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, নর্থ ইস্ট ফর্তাবাদ, ফেস ১, ফেস - ২-এ, গুলমোহর পার্কের ভিতরে, পোঃ- গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪ এছাড়াও: ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙা মেইন রোড, নারকেলডাঙা, ফর্তি মসজিদের কাছে, কলকাতা-৭০০০১১।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, এ.ডি.এস.আর.ও. গড়িয়া, সোনারপুর থানা, ০২৮ নম্বর ওয়ার্ড, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির সীমানার মধ্যে, নর্থ-ইস্ট ফর্তাবাদ, ৮২৮ হোল্ডিং নং, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, পোঃ- গড়িয়া, থানা- সোনারপুর, গুলমোহর পার্কের ভিতরে ... [illegible] ... ২০১৮ সালের ১৬১৯৫৪৪৩১ নং দলিল অনুযায়ী বই - ১, ভলিউম ১৬১৯-২০১৮, ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০ নম্বর পৃষ্ঠায় নিবন্ধিত মো. মজিদের নামে রয়েছে।	১৮.১২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ৫৮,৩১,০০০.০০ টাকা (আটান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬৮,৩৫,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৮৩,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগকারী ব্যক্তি ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩ ৮০০১৯৫৮৯৮১

ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তি

পরিদর্শনের তারিখ: ০৯.১০.২০২৬ এবং ১৫.১০.২০২৬ সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৭.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank / ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ
বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী
পোঃ - কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাবলী দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(দের) এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল** সিকিউরড ক্রেডিটর, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ**-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি**, স্বামী- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি এবং **শ্রীমতী ডোনা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)**, পিতা- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জির কাছ থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ** (সিকিউরড ক্রেডিটর)-এর বকেয়া **০১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৪,৫৫,০৯৮.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটানব্বই টাকা)** এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **২৮.১০.২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে" এবং "যাই থাক না কেন ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। **উভয়েই বসবাস করেন :** ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক - এফ, সোনার ভুবন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদীয়া, পিন - ৭৪১২৩৫।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে দেওয়া হলো :

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সিকিউরড ক্রেডিটর-এর বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) ১. শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা কাম বন্ধকদাতা), স্বামী- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক - এফ, সোনার ভুবন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫। ২. শ্রীমতী ডোনা ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা- প্রয়াত দেবাশিস ব্যানার্জি, ফ্ল্যাট নং ৩, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক - এফ, সোনার ভুবন, ২০ নম্বর ওয়ার্ড, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটি, নদীয়া, পিন-৭৪১২৩৫। খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ	পশ্চিমবঙ্গে, নদীয়া জেলায়, কল্যাণী থানা, কাঁচরাপাড়া ডাকঘর, কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে, ২০ নম্বর ওয়ার্ড, এডিএসআরও - কল্যাণী, ১০০৭, ১৫৬১ এলআর খতিয়ান নং, ২২৫ আরএস এবং সিএস এলআর দাগ নং, ৫৭ জে.এল. নং, মৌজা - কাঁচরাপাড়ায় অবস্থিত, ৩১.০৫.২০২২ তারিখের ১/১ ৩০৩০৩৩০৩ নং টাইটেল/গিফট ডিডের অধীনে ১২ কাঠা ১৫ ছটাক ২৩ বর্গফুট জমির এলাকা, জমির প্রকৃতি - বাস্তু, ফ্ল্যাটের এলাকা ৮০০ বর্গফুট এসবিএ, আচ্ছাদিত এলাকা ৬৩০ বর্গফুট, ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি সহ এফ-৫৭/২২৫/এফ/জি/এইচ(ডি) হোল্ডিং নং, ব্লক - এফ, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩ নং ফ্ল্যাট বিশিষ্ট নীচের জমির আনুপাতিক অংশ সহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এটি বাগমোড়ে "সোনার ভুবন" নাম এবং স্টাইলে, ভবনের নাম - "কাদমিন", শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি এবং শ্রীমতী ডোনা ব্যানার্জির নামে রয়েছে। যার সীমানা নিম্নরূপ উত্তরে - ৪ নং ফ্ল্যাট, দক্ষিণে - ২ নং ফ্ল্যাট, পূর্বে - সাধারণ প্যাসেজ, পশ্চিমে - খোলা জায়গা।	০১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২৪,৫৫,০৯৮.০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটানব্বই টাকা) এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	ক) ১৯,৪৪,০০০.০০ টাকা (*) (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা) খ) ১,৯৪,৪০০.০০ টাকা (এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30439369205 ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হওয়া উচিত।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তারিখ - ২৮.১০.২০২৬; সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টা।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https: //baanknet.com

বিডারদের অনলাইনে বিডে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ই-মেইল আইডি **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রেজিস্ট্রেশনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য এটি ঋণগ্রহীতা(দের) / বন্ধকদাতা(দের) / গ্যারান্টার(দের)-এর জন্যও একটি নোটিশ

তারিখ : ০১.১০.২০২৬ / স্থান : কল্যাণী
অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

০৯.১১.২০২৬ তারিখে ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত অফিসার নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন। উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮-এর সাব-রুল ৫ এবং ৬-এর অধীনে অনুমোদিত অফিসার উল্লেখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-অকশন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রস্তাব আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ উল্লেখিত এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে বিক্রয়ের জন্য সারফেসি অ্যাক্টের অধীনে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির বিষয়ে ই-অকশন পরিচালনা করা হবে।

ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সিকিউরড ডেবট/ বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ও দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি, টাকায়)
কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ **অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স দুয়া মোটর্স** **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স দুয়া মোটর্স** ঠিকানা: ভবানীপুর, পোঃ বাঁকা, গ্রাম- ভবানীপুর (ক্ষীরপাই), থানা চন্দ্রকোনা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১২০১ **প্রোপ্রাইটার: শ্রী উত্তম যোগেন্দ্রনাথ দুয়া** **ঠিকানা:** গ্রাম- সুরাটপুর, পোঃ হরিরামপুর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১ **গ্যারান্টার-বন্ধকদাতা: শ্রী গৌতম দুয়া** **ঠিকানা:** গ্রাম- সুরাটপুর, পোঃ হরিরামপুর, থানা- দাসপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১১	**১)** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ৬৩ জেএল নং, মৌজা বাসুদেবপুরে, ১৩ আর.এস খতিয়ান নং, ৫২৩ এল.আর খতিয়ান নং (সংশোধিত- ১২১২, ১৬৯৭, ৩৪৯৩), ১৮২৪ আর.এস প্লট নং, ১৭৯৮ এল.আর প্লট নং-এ ১৭.১১.২০০৬ তারিখের ১-৮৬৭১/২০০৬ এবং ১-৮৬৭২/২০০৬ নং দলিল মূলে উত্তম যোগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং গৌতম দুয়ার নামে থাকা বাস্তুতে রূপান্তরিত ১৪.০০ ডেসিমেল মোট জমির ইকিউএম এবং তিন তলা বাণিজ্যিক ভবনের (মেসার্স দুয়া মোটরসের গ্রুপ অ্যাকাউন্টে আগে থেকেই বন্ধক রাখা) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:-উত্তরে-** গোপাল মাসান্টার সম্পত্তি। **দক্ষিণে-** কৃষ্ণপদ হাজরার সম্পত্তি। **পূর্বে-** মোহন দোলুইয়ের সম্পত্তি। **পশ্চিমে-** ৪০ ফুট চওড়া মেটাল রোড (ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড)।	**২,৩১,৮৭,৫৩৮.৭৩ টাকা** এবং এর উপর ২৯.১২.২০২৪ তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ	১১.০৯.২০২৫ এবং ১৮.০৯.২০২৬ (বাস্তবিক দখল)	**১.৯৬ কোটি টাকা এবং ১৯.৬০ লক্ষ টাকা**
	২) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, থানা এবং এডিএসআর অফিস চন্দ্রকোনা, মৌজা ভবানীপুর, ২১১ জে.এল. নং, ৪২৬, ৪২৭ এবং ৪২৮ এল. আর. প্লট নং, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ১২৫৬, ১৯৫৮, ১৯৫৬, ১১২৭, ৬১৫/১, ৩৬৭/১ এবং ৬৪৪/১ এল.আর. খতিয়ান নং, সংশোধিত ১৯৪৬, ১৬৫৫ এবং ২১৩৪ এল.আর খতিয়ান নং-এ ১১.০৯.২০১৯ তারিখের ১-১০১১-০৪৯৫৯/২০১৯, ০৯.০২.২০২২ তারিখের ১-১০১১-০০৯৫১/২০২২, ০৪.১০.২০২১ তারিখের ১-১০১১-০৭৪৭৯/২০২১, ২৫.০৮.২০২১ তারিখের ১-১০১১-০৫৮১১/২০২১, ০৯.০২.২০২২ তারিখের ১-১০১১-০০৯৪৯/২০২২ নং দলিল মূলে উত্তম যোগেন্দ্রনাথ দুয়ার নামে থাকা একক জমির (মোট এলাকা- ২৭.৪২৮ ডেসিমেল) ইকিউএম এবং তিন তলা বাণিজ্যিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে-** কৃষি জমি। **দক্ষিণে-** ঘাটাল থেকে চন্দ্রকোনা রোড/বাঁকুড়া বাস রুটের ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা। **পূর্বে-** কৃষি জমি। **পশ্চিমে-** কৃষি জমি।		১১.০৯.২০২৫ এবং ০৩.১২.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**১.৯২ কোটি টাকা এবং ১৯.২০ লক্ষ টাকা**
	৩) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়, থানা এবং এডিএসআর অফিস দাসপুর, মৌজা সুরাটপুর, ৪১ জেএল নং, ২১৩ আর.এস খতিয়ান নং, ৪৪৭/১ এল.আর খতিয়ান নং, সংশোধিত ২৪৮০ এল.আর খ. নং, ২০৭২ আর.এস এবং এল.আর প্লট নং-এ ১৫.০৩.২০২১ তারিখের ১-১০৬৭/২০২১ নং সেল ডিড মূলে ১৫.০৩.২০২১ তারিখের ১-১০০১-০১০৬৭/২০২১ নং টাইটেল ডিড দ্বারা শ্রী উত্তম যোগেন্দ্রনাথ দুয়ার নামে থাকা ১৬.২৫ ডেসিমেল এলাকার জমির ইকিউএম এবং দুই তলা বাড়ি সম্বলিত দোতলা আবাসিক ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে-** পুকুর। **দক্ষিণে-** ৬ ফুট চওড়া রাস্তা। **পূর্বে-** ৮ ফুট চওড়া রাস্তা। **পশ্চিমে-** মদন দুয়ার সম্পত্তি।		১১.০৯.২০২৫ এবং ০৩.১২.২০২৫ (প্রতীকী দখল)	**০.৪৮ কোটি টাকা এবং ৪.৮০ লক্ষ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(i) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে
(ii) **সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টার মধ্যে, এরপর প্রতিবার ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১২০ মিনিট চলবে এবং শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ১০ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ১০ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের এক ধাপ উপরে নিলাম শুরু হবে। বিডাররা তাদের অফারগুলি ১০,০০০/- টাকার (দশ হাজার টাকা মাত্র) গুণিতক হারে উন্নত করবেন। আগ্রহী পক্ষগুলি ২৯.১০.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টার মধ্যে সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**
(iii) **আগ্রহী বিডারদের https://baanknet.com/ পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করার অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি দেখতে পারেন। আগ্রহী বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২৩১-৪০৯৪/০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, শ্রী অর্ক মিত্র (+৯১-৯৩৩৩৯৭২৪১) বা শ্রী রবি শংকর দাসের (+৯১৭০৯১২৪৮৬৫৯) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
(iv) উপরের সম্পত্তি/সম্পদগুলি **"যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে"** এবং **"কোনো আশ্রয় ছাড়াই ভিত্তিতে"** বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়া, এবং (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) **বাস্তবিক দখল** নেওয়ার জন্য জড়িত সময় এবং খরচ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। সম্পত্তি কর, এনার্জি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত বকেয়া বিধিবদ্ধ পাওনা সফল বিডারকে বহন করতে হবে। অনুমোদিত অফিসার/সিকিউরড ক্রেডিটর **কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য এবং বাস্তবিক দখল নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার** (প্রতীকী দখলের অধীনে থাকা সম্পত্তিগুলির ক্ষেত্রে) জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
(v) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণ অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে। অনুমোদিত অফিসার এবং/অথবা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল-বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
(vi) উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদের https://baanknet.com/ পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লেখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(vii) **আগ্রহী বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উপরে উল্লেখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই ০৮.১১.২০২৬ তারিখের বিকেল ৪.০০ টার পরে নয়।**
(viii) **সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের পরপরই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে বিড মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লেখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি আইনগতভাবে বিড করার যোগ্য হন।**
(ix) **বাকি ৭৫% বিড/ক্রয় মূল্য বিক্রয়ের ১৫তম দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কিং আওয়ার চলাকালীন) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে ডিফল্ট হলে বিডারের জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন করে নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।**
(x) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডারের নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে পণ্ডিত করবে না।
(xi) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
(xii) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য সেকশন ১৯৪ আইএ অনুযায়ী) সহ ট্যাক্সের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে যদি থাকে।
(xiii) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অধীনে অগ্রিমের উপরের ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।
(xiv) বিস্তারিত, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: https://www.bankofindia.bank.in।

তারিখ: ০৭.১০.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং : ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬)-এর শর্তাবলী দেখুন]
অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল **৬(২) এবং রুল ৮(৬)**-এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পদগুলি সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক/ফিজিক্যাল দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর নীচে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য ১২.১১.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে" এবং "যাই থাক না কেন" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সিকিউরড ডেবট/ বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	বার্নপুর ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের নাম : **আমির রাজা খান এবং সাজিয়া খানম** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- আমির রাজা খান এবং সাজিয়া খানম** মাজার রোড, করিমডাঙ্গাল, বার্নপুর পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তিটি একটি ফ্ল্যাট, অর্থাৎ মল্লিক হার্ডওয়্যার এবং গ্র্যান্ড ব্যাঙ্কুয়েট ম্যারেজ হলের কাছে, পিন-৭১৩৩২৫, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, বার্নপুর, হীরাপুর থানা, আজাদ নগর, মৌজা - ইসমাইলে অবস্থিত নাবিল অ্যাপার্টমেন্টের ২য় ফ্লোরে বি-৩ নং ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটির আচ্ছাদিত এলাকা হলো ৮৩৩.৬০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া হলো ১০৪২ বর্গফুট। ২২ জে. এল নং, ৩৭৮০ এবং ৭০০১ এল.আর. প্লট নং, ৬০৫৩ এল.আর. খ. নং। **অ্যাপার্টমেন্টের সীমানা :** উত্তরে : অন্যদের জমি, দক্ষিণে : ১১ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে : অন্যদের জমি, পশ্চিমে : ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **ফ্ল্যাটের সীমানা :** উত্তরে : খোলা আকাশ, দক্ষিণে : বি-২ নং ফ্ল্যাট, পূর্বে : প্যাসেজ এবং বি-১ নং ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : রাস্তা।	ক. ২৬.১৪ লক্ষ টাকা + ইউসিআই বকেয়া এবং অন্যান্য চার্জ। খ. ১৯.০৬.২০২৬ গ. ২৯.০৯.২০২৬	১. ২৭,১৯,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭১,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	পালসিট ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টের নাম : **শ্রী মইনুদ্দিন সেখ** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- শ্রী মইনুদ্দিন সেখ** গ্রাম- পিয়াগ্রাম, ডাকঘর-মধ্যমগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	**যানবাহনের ধরন - মোটর কার** **চ্যাসিস নং- MZBFB812LSN559384** **ইঞ্জিন নং- G4LFSV573430** **মডেল - KIA SONET G1.2 5MT HTK (O)** **রেজিস্ট্রেশন নং- WB 43C 1135**	ক. ৮.২০ লক্ষ টাকা এবং ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ।	১) ৬,১১,০০০.০০ টাকা ২) ৬১,১০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী

১) নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র **https://BAANKNET.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে
২) সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় **১২.১১.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ০৫.০০ টার মধ্যে,** এরপর প্রতিবার ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়াটি প্রথমে ১৮০ মিনিট চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে একটি বৈধ বিড পাওয়া গেলে, নিলামটি আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে কোনো বৈধ বিড না পাওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে। উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি **১০.১১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)** সাইটে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে পারেন।
৩) আগ্রহী বিডারদের https://BAANKNET.com পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করতে হবে, নিলামের মোড এবং অনুসরণ করার অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি দেখতে পারেন। আগ্রহী বিডাররা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১ ৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
৪) উপরের সম্পত্তি/সম্পদগুলি "যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে", "যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনো আশ্রয় ছাড়াই ভিত্তিতে" বিক্রি করা হবে। আগ্রহী বিডারদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, টাইটেল এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার বিষয়ে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সিকিউরড ক্রেডিটর কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।
৫) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিবরণ অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে এবং/অথবা ব্যাঙ্ক এই পাবলিক নোটিশে কোনো ত্রুটি, ভুল-বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবে না।
৬) উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী বিডারদের **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **বাঙ্কনেট** পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লেখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৭) আগ্রহী বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উপরে উল্লেখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং **১২.১১.২০২৬** তারিখে বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
৮) সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ বিডারকে এখানে উল্লেখিত সম্পত্তির সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি আইনগতভাবে বিড করার যোগ্য হন।
৯) বাকি ৭৫ শতাংশ বিড/ক্রয় মূল্য বিক্রয়ের **১৫তম** দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কিং আওয়ার চলাকালীন) অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার দ্বারা অর্থ প্রদানে ডিফল্ট হলে বিডারের জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন করে নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।
১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডার বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে বা বিডারের অনুরোধে অন্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয়টি সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মওকুফ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১২) সফল বিডার/ক্রেতাকে কনভেন্স ডিড, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য সেকশন ১৯৪ আইএ অনুযায়ী) সহ ট্যাক্সের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি বহন করতে হবে যদি থাকে।
১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)-এর অধীনে অগ্রিমের উপরের ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের (৩০) নোটিশ।

তারিখ : ০৬.১০.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হুগলি জেলা পরিষদের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লেন হুগলি জেলা পরিষদের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাস। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের অফিস থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেন রাজ্যে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত প্রকল্পের অধীনে সড়ক নির্মাণের বরাত পেয়েছিলেন পোলবার ঠিকাদার মুক্তারাম ঘোষ। ২০২৫-এ সেই কাজ শেষ হয়। কিন্তু টেন্ডারের জন্য জমা দেওয়া ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকা আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে জেলা পরিষদের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমন দাসের কাছে যান মুক্তারাম। তখনই তাঁর কাছে ঘুষ চাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করেন

মুক্তারাম। অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরতে টোপ ফেলেন আধিকারিকরা। তাঁদের কথা মতোই এদিন ২০ হাজার টাকা নিয়ে জেলা পরিষদে সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে ঢোকেন ওই ঠিকাদার। আগে থেকেই টাকায় বিশেষ রাসায়নিক লাগিয়ে রেখে ছিলেন এসিবি আধিকারিকরা। মুক্তারাম টাকা দিতেই তা সুমন নিয়ে নেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়েন দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। টাকা নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে সুমনকে হাত ধুতে বলা হয়। নির্দেশ মতো তাই করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সুমনের হাত থেকে বেগুনি রং উঠতে শুরু করে। টাকায় মাখানো রাসায়নিক হাতে লেগে যাওয়ার কারণেই এমনটা হয় বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে চুঁচুড়া থানার আইসি উত্তম শর্মা-সহ পুলিশ আধিকারিকেরা হাজির হন জেলা পরিষদে। জিজ্ঞাসাবাদের পরে সুমনকে গ্রেপ্তার করেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে তোপ দেগেছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ। তিনি বলেন, 'শুনেছি, ওই ইঞ্জিনিয়ারের বিরুদ্ধে ঠিকাদাররাই অভিযোগ করেছিলেন। তৃণমূল জমানায় এটাই রীতি ছিল। কিন্তু বরদাস্ত করব না।' তবে এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি হুগলি জেলা পরিষদের আধিকারিক রঞ্জন ধাড়া।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মুখ্যমন্ত্রী

শংকরপুরের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শনে পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আগামী ১৪ অক্টোবর, চতুর্থীর দিন দুর্গাপুরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে। বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম শংকরপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন এবং পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার শংকরপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার ড. প্রণব কুমার। পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বেরোনোর ব্যবস্থা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তিনি খতিয়ে দেখেন। গত বছরও শংকরপুরের এই পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের

ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এবছর আরও পরিকল্পিতভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যাতে সুষ্ঠু ও নিরাপদে মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারেন এবং কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি না হয়, সেই বিষয়গুলিই বিশেষভাবে পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা রয়েছে কি না, মণ্ডপে যাতায়াতের পথে যানজটের সম্ভাবনা কোথায় রয়েছে, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখেন তিনি। পুজোর কয়েকদিনে বাড়তি ভিড় সামলাতে প্রয়োজনীয় পুলিশি ব্যবস্থা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুলিশ কমিশনার।

নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনে ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাড়িতে একা থাকার সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে ও ফুসলিয়ে একাধিকবার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এলাকার এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম তরুণ রাম। তিনি দুর্গাপুরের ওল্ড কোর্ট মোড় এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নাবালিকার বাবা-মা দু'জনেই দিনমজুরের কাজ করেন। কাজের কারণে দিনের অধিকাংশ সময় তাঁদের বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। সেই সুযোগে অভিযুক্ত যুবকের ওই বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে এবং ফুসলিয়ে অভিযুক্ত যুবক একাধিকবার যৌন নির্যাতন চালায়। অভিযোগ, সোমবার দুপুরে নাবালিকার মা আচমকাই বাড়িতে ফিরে অভিযুক্ত যুবককে নাবালিকার সঙ্গে দেখতে পান। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরই

নাবালিকার মা দুর্গাপুরের ফরিদপুর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ এবং অভিযুক্ত তরুণ রামকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় ফ্লোর, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধার আসল পরিশোধ এবং সুদ প্রদানে খেলাপি হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট বা এনপিএ-তে পরিণত হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তবে সেগুলি বিলি না হওয়ায় ফেরত এসেছে এবং তাই এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে তাদের এতদ্বারা এই বিষয়ে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারের নাম ও ঠিকানা	যে সম্পত্তির উপর লোন নেওয়া হয়েছে তার ঠিকানা	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ-এর তারিখ (কার্যকর হওয়ার তারিখ সহ)	বকেয়া (দাবি করা হয়েছে) টাকায় অ্যাকাউন্ট	লোন মঞ্জুর হয়েছে
১.	**১. শ্রী বাপী সাহা** পিতা- কৃষ্ণ লাল সাহা গ্রাম- হরিকাটি, ডাকঘর- মাকালগাছা বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩৪২২ **২. শ্রী কৃষ্ণ লাল সাহা** পিতা- যতীন্দ্র সাহা মহাদেবপুর, হরিণঘাটা নদীয়া-৭৪১২৫৭	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে, থানা - হাসনাবাদের এখতিয়ারের মধ্যে, ২৪০৪ এল.আর. খতিয়ান নং, ৭৫৮ প্লট নং, ০৩২ জে.এল নং, মৌজা- হরিকাটিতে অবস্থিত কমবেশি ২.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০৭-০৪-২০২৬ খ) ০১.০৫.২০২৫	৯২২০৩০০৬৭৬৫০৩৯২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭/০৪/২০২৬ তারিখে ৭,৭৬,৪৪৩.৭৭/- টাকা বকেয়া, ৯২২০৩০০৬৭৬৫০৪০২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭/০৪/২০২৬ তারিখে ২৮৪১২ টাকা বকেয়া	২৯.১২.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৭,৪০,০০০/- টাকার (সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
২.	**শ্রী অভিজিৎ ডোকাল** পিতা- কানাইলাল ডোকাল **বসবাস করেন:** মির্জাপুর জারগ্রাম, জামালপুর চাঁচগোপাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে বর্ধমান-৭১৩৪০৪।	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা- জামালপুরের এখতিয়ারের মধ্যে, ৩২৭ এলআর খতিয়ান নং, ৪৬৬ এলআর প্লট নং, ৭৮ জে.এল নং, মৌজা- মির্জাপুরে অবস্থিত কমবেশি ৪.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,	ক) ০৭-০৪-২০২৬ খ) ২৬-০১-২০২৬	৯১৭০৩০০২১২১৬৮৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭-০৪-২০২৬ তারিখে ৯,৫১,৫৫৬.০৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৭০৩০০২১২১৬৮৫১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭-০৪-২০২৬ তারিখে ৩৭,৭৪১.৬২/- টাকা বকেয়া	১০.০২.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৯,১০,০০০/- টাকার (নয় লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৩.	**১. শ্রী অরবিন্দ বাগ** পিতা- অজিত বাগ **২. শ্রী অজিত বাগ** পিতা- প্রয়াত গুণধর বাগ উভয়ই বসবাস করেন: - গ্রাম- দাসপুর থানা- খানাকুল আরামবাগ, ঘোল, হুগলি-৭১২৪০১	**তফসিল:** (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) হুগলি জেলার মধ্যে, থানা-খানাকুলের এখতিয়ারের মধ্যে, ৫০০৬ এল.আর. খতিয়ান নং, ১৫০৭ প্লট নং, ১১৩ জে.এল নং, মৌজা- বালিপুরে অবস্থিত কমবেশি ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০৭-০৪-২০২৬ খ) ২৭-০৭-২০২৫	৯১৫০৩০০৫৪৫২৬৪৬৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭-০৪-২০২৬ তারিখে ৪,৭২,৮২২.৭৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৫০৩০০৫৪৫২৬৪৪২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৭-০৪-২০২৬ তারিখে ৯৮,৪৭৬.১৮/- টাকা বকেয়া	০৬.১১.২০১৫ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৪,১০,০০০/- টাকার (চার লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৯০,০০০/- টাকার (নব্বই হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৪.	**১. শ্রী আল মাহমুদ** পিতা- মো. কামালউদ্দিন **২. শ্রী মো. কামালউদ্দিন** পিতা- আবদুস সালাম **৩. শ্রীমতী আঞ্জিরা বিবি** স্বামী- মো. কামালউদ্দিন সবাই থাকেন- খরগ্রাম, হাসপাতাল রোড, খরগ্রাম পশ্চিমপাড়া, দুর্গাপুর মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৭	**কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা খরগ্রাম, ২৫৩০ নতুন খতিয়ান নং, ১২২৬/১২৮৬ পুরানো খতিয়ান নং, ১১০১ দাগ নং, ১১১ জেএল নং, মৌজা - দুর্গাপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে জয়নাল // দক্ষিণে পাকা রাস্তা; পূর্বে: মীর আকবর এবং মীর আসগর // পশ্চিমে: নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি শ্রী মো. কামালউদ্দিনের নামে রয়েছে।: মুর্শিদাবাদ জেলায়, থানা-খরগ্রাম, ২৫৩২, ২৫৩০ নতুন খতিয়ান নং, ৬১০ পুরানো খতিয়ান নং, ১১০৫ দাগ নং, ১১১ জেএল নং, মৌজা - দুর্গাপুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৫.১০ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: এম রহমান // দক্ষিণে: মো. কামালউদ্দিন এবং আঞ্জিরা বিবি; পূর্বে: কামরেজ জামান // পশ্চিমে: নিজস্ব জমি। সম্পত্তিটি শ্রী মো. কামালউদ্দিন এবং শ্রীমতী আঞ্জিরা বিবির নামে রয়েছে।	ক) ২৩.০৪.২০২৬ খ) ১২-০২-২০২৬	৯২১০৩০০৪৬০৮১২৪৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ৪২০৮৪৫৩.৫৮ টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০৪৬০৮১২৬২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ৩৬৬৯২.২৫ টাকা বকেয়া,	২৯-১০-২০২১ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৪০,০০,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৫.	**১. শ্রী জফিরুল ইসলাম** পিতা- ইয়াসিন মিঞা **২. শ্রী জাকির হোসেন** পিতা- ইয়াসিন মিঞা **৩. শ্রী নুরুল ইসলাম** পিতা- ইয়াসিন মিঞা সবাই থাকেন- বুনিয়াদপুর, রাঙ্গাপুকুর, বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১২১।	দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, বংশীহারী থানা, ৫৪২, ৫৩৯, ৫৪০ খতিয়ান নং, ৪৫১ দাগ নং, ২০৬ জেএল নং, মৌজা রাঙ্গাপুকুরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ২১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শ্রী জফিরুল ইসলাম, শ্রী জাকির হোসেন এবং শ্রী নুরুল ইসলামের নামে রয়েছে।	ক) ২৩.০৪.২০২৬ খ) ১৬-ফেব্রুয়ারি-২৬	৯২২০৩০০১১২৯৭৩৮৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ৩১২০৫৭৩.৪৯ টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১১২৯৭৩৯২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখে ৪২৮৯৭.৭৭ টাকা বকেয়া	১৯-০২-২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৪০,৫০,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৬.	**শ্রী মো. মনিরুজ্জামান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. সুরুজ্জামান। গ্রাম-বাদলমাটি চরখিপাড়া, ডাকঘর- নশীপুর বালাগাছি, থানা- নশীপুর বালাগাছি, বাদলমাটি জুম্মা মসজিদের কাছে, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৩৫।	**কোল্যাটারাল সিকিউরিটি:** মুর্শিদাবাদ জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, রানীতলা থানার অধীনে অবস্থিত, ৩২৬৯ দাগ নং, ১০২৮২ এল.আর. খতিয়ান নং এবং ৩২৬ আর.এস. খতিয়ান নং, ৬৬ জে.এল. নং, মৌজা- নশীপুরের অধীনে প্রায় ৭ ডেসিমেল এলাকার জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা:** সব দিকেই বাসযোগ্য জমি রয়েছে সম্পত্তিটি মো. মনিরুজ্জামানের নামে রয়েছে: মুর্শিদাবাদ জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, রানীতলা থানার অধীনে অবস্থিত, ৩২৬৯ দাগ নং, ১০২৮২ এল.আর. খতিয়ান নং এবং ৩২৬ আর.এস. খতিয়ান নং, ৬৬ জে.এল. নং, মৌজা- নশীপুরের অধীনে প্রায় ২ ডেসিমেল এলাকার জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সীমানা: উত্তরে: মহসিন আলী // দক্ষিণে: হাসেমুদ্দিন সেখ পূর্বে: সাইফুল হক // পশ্চিমে: রাস্তা। সম্পত্তিটি মো. মনিরুজ্জামানের নামে রয়েছে	ক) ২৩.০৪.২০২৬ খ) ১৮ই নভেম্বর ২৪	৯২২০৩০০০৫৯৪৭২৪১ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ২১২১৬৮৫.৬০ টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০০৫৯৪৭২৬৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ৪৫১৪২.৯৭ টাকা বকেয়া,	২১/০১/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৩,৫০,০০০/- টাকার (তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৭.	**১. শ্রী বুদ্ধদেব মাইতি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শক্তিপদ মাইতি **২. শ্রী শক্তিপদ মাইতি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- পুলিন মাইতি **৩. শ্রী জয়দেব মাইতি (সহ-ঋণগ্রহীতা)**, পিতা- শক্তিপদ মাইতি সবাই থাকেন- গ্রাম-গোপাইচক, নন্দীগ্রাম, ডাকঘর-পূর্ব গোপালচক, রামচক গোপালচক শীতলা মন্দিরের কাছে, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৬৫৬।	পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, নন্দীগ্রাম থানা, ১৫৮ জে.এল. নং, মৌজা-গোপালচকের অধীনে অবস্থিত ১০৯৩ প্লট নং, ১৮০১ এবং ১৮০২ নতুন খতিয়ান নং-এর অধীনে প্রায় ০৬ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন। সম্পত্তিটি বুদ্ধদেব মাইতি এবং জয়দেব মাইতির নামে রয়েছে।	ক) ২০.০৪.২০২৬ খ) ৩রা জুন ২৪	৯২২০৩০০৬২৩৯৫২০৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ১৯৯৭১৬০.৯০ টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৬২৩৯৫২৩৬ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ৪৭২৫৫.৯৫ টাকা বকেয়া,	২১/১১/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,৮০,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,
৮.	**১. শ্রী রবিকান্ত মোদক (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শিরীশ মোদক **২. শ্রী রাজা মোদক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- রবিকান্ত মোদক **উভয়ই থাকেন**-গ্রাম-হোকদহ, ২ নং চৌধুরীহাট, দিনহাটা ডাকঘর-চৌধুরীহাট, থানা- সাহেবগঞ্জ লালগঞ্জ ক্লাব দুর্গা মন্ডপের কাছে চৌধুরীহাট, জেলা. কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৬৬।	কোচবিহার জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, দিনহাটা থানা, ২য় খণ্ড হোকদহ মৌজার অধীনে অবস্থিত ৯৪৮/২১৩৭ তৌজি নং এবং ৬৮১ থাক নং, ২৩১ জে.এল নং, ১৪০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৪৬ আর.এস. খতিয়ান নং, ৬২১ এল.আর. দাগ নং, ৫৯৩ আর.এস. দাগ নং-এর অধীনে প্রায় ০৭ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (সার্চ রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তরে: নিজস্ব জমি দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা: পূর্বে: সুবল সেন পশ্চিমে: বিদ্যুৎ সরকার। সম্পত্তিটি রবিকান্ত মোদকের নামে রয়েছে।	ক) ২৪.০৬.২০২৬ খ) ০১ নভেম্বর ২০২৫	৯২১০৩০০৩৯২৪২৩৫৫ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ২৪০২৪০১.৩২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০৩৯২৪২৩৬৮ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-র তারিখ অনুযায়ী ৫৬০৬৪.৫/- টাকা বকেয়া	১৩.০৩.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২৩,০০,০০০/- টাকার (তেইশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৯.	**১. শ্রী পঙ্কজ চারী** পিতা- লক্ষ্মীকান্ত চারী **২. শ্রী শংকর চারী** পিতা- লক্ষ্মীকান্ত চারী **৩. শ্রী কিঙ্কর চারী** পিতা- লক্ষ্মী চারী সবাই বসবাস করেন: ধাড়াশিমুল, খানাকুল, ধাড়াশিমুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, হুগলি-৭১২৪১৬	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) হুগলি জেলার মধ্যে, খানাকুল থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ১৩১৯,১৩২০,১৩২১ এলআর খতিয়ান নং, ৭৪১ এলআর প্লট নং, ১২৬ জে.এল নং, মৌজা- ধাড়াশিমুলে অবস্থিত কমবেশি ৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,	ক) ০৪-০৬-২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯২২০৩০০৩৪৭৫৪৯৬০ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৪-০৬-২০২৬ তারিখে ৩৯,৯৬,৭৮৭.৩১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৩৪৭৫৪৯৮৬ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০৪-০৬-২০২৬ তারিখে ২১,৭৪০.৬৭/- টাকা বকেয়া	১৪.০৬.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৩৪,৭০,০০০/- টাকার (চৌত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১০.	**১. শ্রী সুশংকর কর (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- দিলীপ কুমার কর **২. শ্রী দিলীপ কুমার কর (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শিরীশ কর **৩. শ্রী দীপক কর (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শিরীশ কর সবাই থাকেন-মাথাভাঙ্গা, গ্রাম- বোচাগাড়ী, ডাকঘর- জোড়পাটকি, বোচাগাড়ী আর.আর. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৬১৪৬।	কোচবিহার জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, মাথাভাঙ্গা থানা, জোড়পাটকি মৌজার অধীনে অবস্থিত ১৮৯ জে.এল. নং, ৩৬৯ এবং ৩৭০ এল.আর. খতিয়ান নং, ৫১২ আর.এস. খতিয়ান নং, ৭৭৩০ এবং ৭৭৩১ এল.আর. দাগ নং-এর অধীনে প্রায় ১০ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যা নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ: সীমানা (দলিল অনুযায়ী সীমানা): উত্তরে: নিজস্ব জমি দক্ষিণে: রাস্তা; পূর্বে: নিরঞ্জন বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা পশ্চিমে: সাধন বিশ্বাসের সম্পত্তি দ্বারা। সম্পত্তিটি দিলীপ কুমার কর এবং দীপক করের নামে রয়েছে।	ক) ১৫.০৬.২০২৬ খ) ০৩-জুন-২৫	৯২২০৩০০৫৬১১৪৪৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ডিমান্ড নোটিশের তারিখ অনুযায়ী ১৩৫৩৫৩৫.৮১/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৫৬১১৪৫১১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২৪,৭১১.৭৬ টাকা বকেয়া	১২/১০/২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৩,০০,০০০/- টাকার (তেরো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১১.	**১. শ্রী তাপস পাত্র** পিতা- কৃষ্ণপদ পাত্র **২. শ্রীমতী মুনমুন পাত্র** কন্যা- ফটিক চন্দ্র শাসমল উভয়ই বসবাস করেন: কোটালপাড়া, পরশ্যামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০১ এছাড়াও: - মৌজা-কোটালপাড়া, ৪৯ জে.এল নং, ৮২২, ১২০২, ১৪৫৮ প্লট নং, ১১৯৫ খতিয়ান নং, থানা এবং এ.ডি.এস.আর-পুরশুড়ার অধীনে, হুগলি জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০১-এ	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) হুগলি জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪০১, এ.ডি.এস.আর এবং পুরশুড়া থানার অধীনে, ১১৯৫ খতিয়ান নং, ৮২২, ১২০২, ১৪৫৮ প্লট নং, ৪৯ জে.এল নং, মৌজা- কোটালপাড়ায় অবস্থিত কমবেশি ৬.৮৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০২-০৬-২০২৬ খ) ২৬-০৪-২০২৫	৯১৭০৩০০৫০৩৯১০৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০২-০৬-২০২৬ তারিখে ৯৬৫১৭৮.১৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৭০৩০০৫০৩৯১০৫১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০২-০৬-২০২৬ তারিখে ৪০৯১৪.৪৬/- টাকা বকেয়া,	১১.০৭.২০১৭ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১০,০০,০০০/- টাকার (দশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪৫,০০০/- টাকার (পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১২.	**১. শ্রী নন্দদুলাল পাণিগ্রাহী** পিতা- দিবাকর পাণিগ্রাহী দামোদর দত্তবাড়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪৫০ **২. শ্রী কল্যাণীশিস পাহাড়ী** পিতা- রুদ্রনারায়ণ পাহাড়ী অযোধ্যাপুর, সাটিকেশ্বর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১ **৩. শ্রীমতী গীতারানি পাহাড়ী** প্রযত্নে- কল্যাণীশিস পাহাড়ী, অযোধ্যাপুর, সাটিকেশ্বর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁথি থানার অধীনে, ১৭৯ এলআর খতিয়ান নং, ৩৪৪ প্লট নং, ৫৭৭ জে.এল নং, মৌজা- দামোদর দত্তবাড়ে অবস্থিত কমবেশি ২৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ০১-০৬-২০২৬ খ) ২১-০৭-২০২৫	৯২০০৩০০১০০৬৫৮২২ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ১৪৯১৮৬৮.৮৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০১০০৬৫৮৪৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ৩০৪২৪.৬৮/- টাকা বকেয়া,	২১.০১.২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৪,০০,০০০/- টাকার (চোদ্দো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩০,০০০/- টাকার (ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৩.	**১. শ্রী প্রদীপ কুমার মিত্র** পিতা- সুকুমার মিত্র **২. শ্রীমতী অঞ্জনা মিত্র** স্বামী- সুকুমার মিত্র। উভয়ই বসবাস করেন- চন্দন নগর, চন্দননগর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০৬।	নদীয়া জেলায়, কৃষ্ণগঞ্জ থানা, ১৮৪৩ খতিয়ান নং, ৪৮৫/১৯১৬ দাগ নং, ২৫ জেএল নং, মৌজা চন্দননগরে অবস্থিত উক্ত জমির উপর নির্মিত ভবন সহ প্রায় ৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি অঞ্জনা শিকদার (মিত্র)-এর নামে রয়েছে।	ক) ১৮.০৬.২০২৬ খ) ৮-জানুয়ারি-২৫	৯২২০৩০০৪৩৫৮৮৭৯৮ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৭৮২৭১৯.৬ টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০৪৩৫৮৮৮১১ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৯৬১৪.৯ টাকা বকেয়া	০৫.০৮.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৭,০০,০০০/- টাকার ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৪.	**শ্রী মিরাজুল মোল্লা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ইব্রাহিম মোল্লা ঠিকানা- শালিগ্রাম মুড়াগাছা, মধ্য পাড়া, ডাকঘর- মুড়াগাছা, শালিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪১১৫৪।	নদীয়া জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, নাকাশিপাড়া থানার অধীনে অবস্থিত, ৯৯ জে.এল নং, ৫৩৯৯ খতিয়ান নং, ২২৭১ প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৬ ডেসিমেল এলাকার জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা:- উত্তরে: ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা দক্ষিণে: ফজু মোল্লা পূর্বে: এক্তার মণ্ডলের খালি জমি। পশ্চিমে: সদর মোল্লার খালি জমি সম্পত্তিটি মো. মিরাজুল মোল্লার নামে রয়েছে	ক) ৩০.০৬.২০২৬ খ) ১ নভেম্বর ২৫	৯২৩০৩০০৭২৭৮৭৫৮৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৯৭৯৭৩২/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০৭২৭৮৭৫৯৪ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২১১৩৫/- টাকা বকেয়া	২৮.১১.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২১,৩০,০০০/- টাকার (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৫.	**১. শ্রী মো. মন্টু মোল্লা** পিতা- মোক্তার মোল্লা **২. শ্রীমতী মেহেরুন্নেসা খাতুন** স্বামী- মো. মন্টু মোল্লা উভয়ই বসবাস করেন: সাকুলিপুর, নানুর, বোলপুর, বীরভূম-৭৩২৩০১	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) বীরভূম জেলার মধ্যে, নানুর থানার এখতিয়ারের মধ্যে, ১৩৮১ এলআর খতিয়ান নং, ১০২৩ এলআর প্লট নং, ৬১ জে.এল নং, মৌজা- সাকুলিপুরে অবস্থিত কমবেশি ৮ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,	ক) ০১-০৬-২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯২১০৩০০২৯৪৫৫৮০৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ৫৬,১৭,৩৮৫.৪৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯২১০৩০০২৯৪৫৫৮১৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ০১-০৬-২০২৬ তারিখে ৩৪,৬২২.৬০/- টাকা বকেয়া	৩০.০৮.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৪৯,০০,০০০/- টাকার (উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৩৫,০০০/- টাকার (পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৬.	**শ্রী মো. মেহেদি হাসান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- প্রয়াত আব্দুল মতিন। গ্রাম-বালিমাথার, মাগুরা, থানা- রতুয়া, ডাকঘর- মাগুরা, জুম্মা মসজিদের কাছে, জেলা-মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১২৮।	মালদহ জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, রতুয়া বর্তমানে পুখুরিয়া থানার অধীনে অবস্থিত, ২১৩০ দাগ নং, ৩৮৪২ নতুন খতিয়ান নং, ১১৯৩ পুরানো খতিয়ান নং, ৮১ জে.এল নং, মৌজা- মাগুরাখোর-এর অধীনে প্রায় ৪ ডেসিমেল এলাকার জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যার সীমানা নিম্নরূপ: ২১৩০ দাগ নং-এর সীমানা; উত্তরে: এরফান আলীর আইনি উত্তরাধিকারী দক্ষিণে: মেহেদি হাসান পূর্বে: মেহেদি হাসান পশ্চিমে: ১২ ফুট চওড়া রাস্তা। সম্পত্তিটি মো. মেহেদি হাসানের নামে রয়েছে	ক) ১৫.০৬.২০২৬ খ) ০১ মে ২৫	৯২২০৩০০১০১৫০৯৪০ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২২১২১৪৯.৭৫/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১০১৫০৯৫৩ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫৪১৮৮.৭৯/- টাকা বকেয়া	১০-০২-২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ২০,০০,০০০/- টাকার (কুড়ি লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৭.	**১. শ্রী মো. আজফার আলী (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মো. খলিলুর রহমান **২. শ্রীমতী এয়ারুন্নেসা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)** কন্যা- মো. এরফান আলী উভয়ই থাকেন-গ্রাম সাহানগর, সাঁইথিয়া, থানা-মো. বাজার, ডাকঘর - বাগডোলা, জামে মসজিদের কাছে, জেলা. বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩১২৩৪।	বীরভূম জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, মো. বাজার থানার অধীনে অবস্থিত, সাহানগর মৌজার অধীনে ৩৫২ নং প্লট, ১০৬৩ এল.আর খতিয়ান নং, ১৫০ জে.এল নং, শ্রেণী বাস্তু-এর অধীনে প্রায় ৫ ডেসিমেল এলাকার জমির এবং তার উপর নির্মিত ভবনের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী) - উত্তরে. বাতাহার হোসেনের বাড়ি দক্ষিণে: ১০ম ফুট মাটির রাস্তা: পূর্বে- আয়াত আরফাতুল্লার খালি জমি, পশ্চিমে- ৬ ফুট সাধারণ প্যাসেজ। সম্পত্তিটি মো. আজফার আলীর নামে রয়েছে	ক) ১৭.০৬.২০২৬ খ) ৭ অক্টোবর ২৫	৯২০০৩০০৬৬২৮১৫২৬ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৮৫৬২৯০.২৫ টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০৬৬২৮১৫৪২ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩২৭৬৮.১২ টাকা বকেয়া	০৭-১০-২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৮,০০,০০০/- টাকার (আট লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৮.	**১. শ্রী মো. জাহাঙ্গীর আলম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্দুল রউফ মন্ডল **২. শ্রী আব্দুল রউফ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- আব্বাস মন্ডল উভয়ই বসবাস করেন: চন্দ্রগিরি, বসিরহাট, মাটিয়া, ডাকঘর- পাইকপাড়া, পাইকপাড়া আতেমখানার কাছে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৪২২।	উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, রাজেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে বসিরহাট থানার অধীনে অবস্থিত, ৯১ জে.এল নং, ৩১৫৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ৭৩ পুরানো খতিয়ান নং, ১৯৩০ এবং ১৯৩৮ আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ৬.৮৫ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা:- উত্তরে: তমিজউদ্দিন এবং রাহুল আমিন দিগার দক্ষিণে: রহিচুদ্দিন এবং মতিয়ার মন্ডল পূর্বে: রুহুল আমিন মন্ডল দিগার পশ্চিমে আনিচুর রহমান দিগার। সম্পত্তিটি মো. জাহাঙ্গীর আলমের নামে রয়েছে।	ক) ৩০.০৬.২০২৬ খ) ১ নভেম্বর ২৫	৯২৩০৩০০০৯৪৫৪৩০৪ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ১৯৬৯২৭৯/- টাকা বকেয়া এবং ৯২৩০৩০০০৯৪৫৪৩১৭ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৩৭৭৮১/- টাকা বকেয়া	১৪.০২.২০২৩ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৮,০০,০০০/- টাকার (আঠারো লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
১৯	**১. শ্রী কমল সুন্দর করণ** পিতা- প্রয়াত পশুপতি করণ **২. শ্রীমতী সুচেতা করণ** প্রযত্নে- কমল সুন্দর করণ উভয়ই বসবাস করেন: শীতলা মন্দির, নাচিন্দা, নাচিন্দা বাজার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪৪৪	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, মারিশদা থানার অধীনে এ.ডি.এস.আর.ও- কাঁথি-২, নাচিন্দায়, ৯২৮ খতিয়ান নং, ১০৪০ প্লট নং, ৪১১ জে.এল নং, মৌজা-নাচিন্দায় অবস্থিত কমবেশি ২.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।	ক) ২২-০৬-২০২৬ খ) ০১-০৫-২০২৬	৯১৭০৩০০৭১৮৬২৫৪৩ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৬-২০২৬ তারিখে ২২১২৭৩১.৩৪/- টাকা বকেয়া এবং ৯১৭০৩০০৭১৮৬২৫৬৯ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ২২-০৬-২০২৬ তারিখে ৫৩৫৪৫.৮/- টাকা বকেয়া,	০৮.০৮.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ১৯,৫০,০০০/- টাকার (উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৫০,০০০/- টাকার (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
২০.	**১. শ্রী শিশির বাগ** পিতা- কার্তিক বাগ **২. শ্রীমতী শোভা বাগ** স্বামী- কার্তিক বাগ উভয়ই বসবাস করেন: রাউতারা, সোদপুর, পুরশুড়া, হরিণখোলা, হুগলি-৭১২৪১৫	তফসিল: (বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ) হুগলি জেলার মধ্যে, পুরশুড়া থানার অধীনে, ২৯৯৫ এল.আর. খৈতান নং, ১৯০৩ প্লট নং, ২৬ জে.এল নং, মৌজা- সোদপুরে অবস্থিত কমবেশি ৫.৭৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর অবস্থিত ভবন এবং কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সম্পত্তিটি শিশির বাগের নামে রয়েছে।	ক) ১৮.০৬.২০২৬ খ) ২৮-০১-২০২৬	৯২২০৩০০১২৯৩৮৫৬৪ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৮-০৬-২০২৬ তারিখে ৮,৮৩,৯২১.৬৭/- টাকা বকেয়া এবং ৯২২০৩০০১২৯৩৮৫৫৭ নং লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৮-০৬-২০২৬ তারিখে ৪১,০৭০.২৩/- টাকা বকেয়া	৩১.০১.২০২২ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৮,০০,০০০/- টাকার (আট লক্ষ টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট সুবিধা এবং ৪০,০০,০০/- টাকার (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে।
২১.	**১. শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- শ্রীধর প্রসাদ দত্ত গ্রাম- সুপুর, ঠিকানা- বাঁকুড়া, থানা- খাতড়া, ডাকঘর- সুপুর, সুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭২২১০১। **২. শ্রী ঝন্টু বিট (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- সুধীর বিট গ্রাম-মহলডাঙ্গা, থানা- হিরবাঁধ, ডাকঘর- মলিয়ান, মহলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১০১। **৩. শ্রী অলোক কুমার দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা- শ্রীধর প্রসাদ দত্ত গ্রাম-সুপুর, ঠিকানা-বাঁকুড়া, থানা- খাতড়া, ডাকঘর- সুপুর, সুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১০১।	বাঁকুড়া জেলায়, পশ্চিমবঙ্গ, সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খাতড়া থানা, ১৩১ জে.এল নং, ১৫৮৯ এল.আর. খতিয়ান নং, ১২৮২ আর.এস. এবং এল.আর প্লট নং-এর অধীনে প্রায় ০৬ ডেসিমেল এলাকার জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত ভবন, যার সীমানা নিম্নরূপ: সীমানা (ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট অনুযায়ী): উত্তরে বাবলি বাউড়ির বাড়ি দক্ষিণে প্রীতি সেনগুপ্তের বাড়ি, পূর্বে: পঞ্চায়েত রাস্তা পশ্চিমে: অনাথ বন্ধু ব্যানার্জির বাড়ি। সম্পত্তিটি সন্ধ্যা দত্তের নামে রয়েছে	ক) ১৫.০৬.২০২৬ খ) ১০-জুলাই-২৫	৯২০০৩০০০৯০৩০৪৮৬ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ৫৬৮৫৫২.৯৩/- টাকা বকেয়া এবং ৯২০০৩০০০৯০৩০৫২৫ নং অ্যাকাউন্টের অধীনে এনপিএ-এর তারিখে ২৪৭৮১.৯৫/- টাকা বকেয়া	১০/০১/২০২০ তারিখের মঞ্জুরি পত্রের অধীনে ৬,১০,০০০/- টাকার (ছয় লক্ষ দশ হাজার টাকা মাত্র) ওভারড্রাফট এবং প্রোডাকশন ক্রেডিট সুবিধার আকারে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে,

নোটিশের বিকল্প জারির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরের ঋণগ্রহীতা এবং/বা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর বিধান অনুযায়ী এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (১৩)-এর অধীনে, সাব-সেকশন (২)-এ উল্লেখিত নোটিশ পাওয়ার পর কোনো ঋণগ্রহীতা, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া নোটিশে উল্লেখিত তার কোনো সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তর করতে পারবেন না।

সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের কাছে উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ সাব-সেকশন (৮)-

যেখানে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর বকেয়া পরিমাণ এবং তার দ্বারা ব্যয়িত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক নিলামের নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা জনসাধারণ বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণের আগে যেকোনো সময় সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে প্রদান করা হয়, - (i) সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর করা হবে না এবং (ii) যদি এই সাব-সেকশনের অধীনে উক্ত পরিমাণ প্রদানের আগে সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদের ইজারা, বরাদ্দ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য উক্ত সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা আর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

তারিখ: ০৭-১০-২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 READ WITH REGULATION 13(4), REGULATION 14(3), REGULATION 15(2) AND OTHER APPLICABLE REGULATIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF

SHREE KRISHNA JUTE PRODUCTS LTD

("SKJPL"/"TARGET COMPANY")
CIN: L17232WB1981PLC034372
Registered Office: 19D, Muktaram Babu Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal-700007
Mobile No.: 9073965503; Email Id: skjpl1981@gmail.com; Website: www.skjpl.in;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UPTO 64,350 (SIXTY FOUR THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH, REPRESENTING 26.00% (TWENTY SIX PERCENT) OF THE VOTING SHARE CAPITAL FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF SHREE KRISHNA JUTE PRODUCTS LTD ("SKJPL"/"TARGET COMPANY") BY ANKIT RAWAT KHANDELWAL (HEREINAFTER REFERRED TO AS "ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS")

This Detailed Public Statement ("**DPS**") is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ("**Manager to the Offer**" or "**FCAPL**") for and on behalf of Acquirer to the Public Shareholders of Target Company ("**Public Shareholders**") pursuant to, and in compliance with Regulation 3(1) and Regulation 4 read with Regulation 13, 14, 15(2) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations. This DPS is being issued pursuant to the Public Announcement ("**PA**") dated September 29, 2026 (Tuesday), as filed with the Stock Exchanges (as defined below), Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") and sent to Shree Krishna Jute Products Ltd (hereinafter referred to as "**SKJPL**" or "**Target Company**") in terms of Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations.

For this Detailed Public Statement, the following terms shall have the meaning assigned to them herein below:

Definitions & Abbreviations	Particulars
Acquirer	Ankit Rawat Khandelwal, son of Shri. Rakesh Rawat Khandelwal, aged 39 years, Indian Inhabitant having PAN: BMZPK8862N, under the Income Tax Act, 1961 and residing at House No. 198, Ground Floor, Tagore Park, Model Town, Delhi - 110009.
Board	The Board means the Board of Directors of the Target Company.
Designated Stock Exchange	BSE Limited/BSE shall be the designated stock exchange for the purpose of facilitating the tendering of shares by the Public Shareholders.
Equity Shares	Equity Shares shall mean the fully paid-up equity shares of the face value of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each.
ISIN	International Securities Identification Number
Metropolitan Stock Exchange of India Limited MSEI	Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Negotiated Price	A negotiated price of ₹30/- (Rupees Thirty Only) per Sale Share, aggregating to an amount of ₹12,75,000/- (Rupees Twelve Lakh Seventy Five Thousand Only) for the sale of 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) Equity Shares, representing 17.17% of the Voting Share Capital of the Target Company, by Seller to the Acquirer, pursuant to the execution of the Share Purchase Agreement.
Offer Period	The period from entering into an agreement to acquire the Equity Shares and Voting Share Capital, or control over the Target Company requiring a Public Announcement or the date on which the Public Announcement is being issued by the Acquirer, i.e. September 29, 2026 (Tuesday), to the date on which the payment of consideration to the Public Shareholders whose Equity Shares are validly accepted in this Offer, is made, or the date on which this Offer is withdrawn, as the case may be.
Offer Price	An offer price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per Offer Share.
Offer Shares	Open Offer for acquisition of up to 64,350 (Sixty Four Thousand Three Hundred Fifty) Equity Shares of the face value of ₹10 - each, representing 26.00% of the Voting Equity Share Capital of the Target Company at a price of ₹80 - (Rupees Eighty Only) per fully paid-up Equity Share payable in cash.
PA/ Public Announcement	Public Announcement dated September 29, 2026 (Tuesday).
Promoter and Promoter Group	The existing promoter and promoter group of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulations 2 (1) (s), and 2 (1) (t) of the SEBI (SAST) Regulations, read with Regulations 2 (1) (oo), and 2 (1) (pp) of the SEBI (ICDR) Regulations, in this case, namely being Sidhartha Jagnani, Sudarshan Jagnani, Shri Narain Jagnani and Shree Krishna Jagnani.
Seller	Seller shall mean public shareholders of the Target Company who has entered in a Share Purchase Agreement with the Acquirer, in this case, namely being M/s. Shree Vaibhav Laxmi (Partnership Firm) represented through its partner, Ms. Sonia Sharma.
Public Shareholders	All the equity shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Offer, except: (a) the promoter and members of the promoter group of the Target Company; (b) the Acquirer and any person deemed to be acting in concert with them; (c) the seller; (d) the parties to the underlying Share Purchase Agreement; and (e) any person deemed to be acting in concert with the parties to the SPA, pursuant to and in compliance with the SEBI (SAST) Regulations.
SCRR	Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended.
SEBI	Securities and Exchange Board of India.
SEBI Act	Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and subsequent amendments thereto.
SEBI (LODR) Regulations	Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereto.
SEBI (SAST) Regulations	Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereof.
Share Purchase Agreement SPA	The Share Purchase Agreement dated September 29, 2026 (Tuesday), executed between the Acquirer and the Seller, pursuant to which the Acquirer has agreed to acquire 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) Equity Shares, representing 17.17% of the Voting Share Capital of the Target Company from the Seller at a negotiated price of ₹30/- (Rupees Thirty Only) per Sale Share, aggregating to an amount of ₹12,75,000/- (Rupees Twelve Lakh Seventy Five Thousand Only).
Stock Exchanges	Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) and The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) are the stock exchanges on which the Equity Shares of the Target Company are presently listed.
Target Company/ SKJPL	Shree Krishna Jute Products Ltd is a public limited Company incorporated under the provision of the Companies Act, 1956, having its registered office situated at 19D, Muktaram Babu Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal-700007 and bearing Corporate Identification Number L17232WB1981PLC034372.
Tendering Period	The tendering period shall have the meaning ascribed to it under Regulation 2(1)(za) of the SEBI (SAST) Regulations.
The Calcutta Stock Exchange/ CSE	The Calcutta Stock Exchange Limited
Voting Share Capital/ Share Capital	The total voting equity Share of the Target Company on a fully diluted basis as of the 10th (Tenth) working day from the closure of the Tendering Period of the Open Offer.
Working Day	The working day shall have the meaning ascribed to it under Regulation 2(1)(zf) of the SEBI (SAST) Regulations.

I. ACQUIRER, SELLER, TARGET COMPANY AND OFFER

(A) Information about Acquirer: Ankit Rawat Khandelwal

(i) **Nature of Entity:** Individual
(ii) Ankit Rawat Khandelwal, son of Shri. Rakesh Rawat Khandelwal, aged 39 years, Indian Inhabitant having PAN: BMZPK8862N, under the Income Tax Act, 1961 and residing at House No. 198, Ground Floor, Tagore Park, Model Town Delhi - 110009. His email id is ankitrawat.ar@gmail.com.
(iii) Acquirer holds a certificate of Sr. Secondary from CBSE and has around 15 years of experience in the field of IT Business, Hydro Power Projects and Hospitality Business.
(iv) Acquirer does not belong to any group.
(v) As on date, Acquirer do not hold any position on the board of directors of any listed company and also not acting as Whole-time director in any company.
(vi) As on the date of this DPS, Acquirer holds 55,000 equity shares representing 22.22% of voting share capital of the Target company.
(vii) Acquirer undertakes that he will not sell any Equity Shares of the Target Company, held and acquired, if any, during the Offer period in terms of Regulation 25(4) of SEBI (SAST) Regulations.
(viii) Acquirer has no interest in the Target Company, except to the extent of acquiring the shareholding or voting share capital and control over the Target Company.
(ix) Acquirer has not been prohibited by the SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or any other regulations made under the SEBI Act.
(x) Acquirer is not categorized as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India ("RBI"), in terms of Regulation 2(1)(ze) of the SEBI (SAST) Regulations.
(xi) Acquirer is not categorized/declared as a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018), in terms of Regulation 2(1)(ja) of the SEBI (SAST) Regulations.
(xii) The Individual Net Worth of the Acquirer as on September 22, 2026 is ₹1,00,38,588/- as certified by Mr. Kanuj Gupta (Membership Number 528657), Partner of M/s. Baveja Gupta & Co., Chartered Accountants (Firm Registration No. 018538C) vide certificate dated September 29, 2026 bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 26528657ZXQXQV8827. The head office of the firm is situated at Lower Ground Floor, A-23, Sector-4, Noida-201301 with E-mail ID being kanuj@bgca.co.in.

(B) DETAILS OF SELLER:

(i) The Acquirer has entered into the Share Purchase Agreement ("SPA") with the Seller, on September 29, 2026 (Tuesday), for acquisition of 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) equity shares constituting 17.17% (Seventeen Point One Seven Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company at a negotiated price of ₹30/- (Rupees Thirty Only) per equity share aggregating to an amount of ₹12,75,000 - (Rupees Twelve Lakh Seventy Five Thousand Only), subject to the terms and conditions as mentioned in the SPA.
(ii) The details of the Seller are stated as hereunder:

Sl. No	Name and Address of the Promoter Seller	Nature of Entity	Part of Promoter/ Promoter group (Yes/No)	Details of Shares/ Voting Rights held by the Promoter Seller			
				Pre-Transaction		Post Transaction	
				No. of shares	%	No. of shares	%
1.	M/s. Shree Vaibhav Laxmi (Partnership Firm) represented through its partner, Ms. Sonia Sharma **Address:** T-29/N-9, First Floor, Baljeet Nagar, New Delhi-110008	Partnership Firm	No	42,500	17.17%	Nil	Nil

(iii) The Seller has not been prohibited by SEBI, from dealing in securities, in terms of directions issued by SEBI under Section 11B of the SEBI Act or any other regulations made under the SEBI Act.

(C) SHREE KRISHNA JUTE PRODUCTS LTD ("SKJPL"/"TARGET COMPANY"):

(i) The Target Company was originally incorporated as a public limited Company with the name and style as "Shree Krishna Jute Products Limited" vide Certificate of Incorporation no. 34372 dated December 15, 1981.
(ii) Presently, the Target company is engaged in the manufacturing of jute products. The company has expanded its business activities to include the trading of Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), household goods, automobiles and electronic products. (Source: Annual Report)
(iii) The Registered Office of the Target Company is currently situated at 19D, Muktaram Babu Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal-700007. (Source: www.mca.gov.in)
(iv) As on date of this DPS, the authorized share capital of the Company is ₹25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakh Only) divided into 2,50,000 (Two Lakh Fifty Thousand) Equity Shares of ₹10/- (Rupees Ten Only) each and the paid-up capital of the Target Company is ₹24,75,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Seventy Five Thousand Only) divided into 2,47,500 (Two Lakh Forty Seven Thousand Five Hundred) equity shares of ₹10/- (Rupees Ten Only) each. (Source: www.mca.gov.in and Annual Report).
(v) As on date of this DPS, the Target Company does not have any partly paid-up equity shares. There are no outstanding warrants or options or similar instruments convertible into equity shares at a later stage. No shares are subject to any lock in obligations. (Source: www.mseindia.com and Annual Report)
(vi) As on date of this DPS, there is no subsidiary or holding Company of the Target Company. (Source: Annual Report)
(vii) There has been no merger/de-merger, spin-off during the last three years involving the Target Company. (Source: *Annual Report*)
(viii) The Equity Shares of the Target Company are presently listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) having symbol **SKJPL** and The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE) with scrip code **029317**. The ISIN of Equity Shares of Target Company is **INE476T01014**. The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on MSEI and CSE within the meaning of explanation provided in Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. (Source: www.mseindia.com and www.cse-india.com)
(ix) The key financial information of the Target Company based on the unaudited financial results for the three-months period ended on June 30, 2026 and audited financials for the year ended March 31, 2026, March 31, 2025, and March 31, 2024, are as follows:

(Figures in "Rupees Lakhs")

Particulars	Period ended on	Year ended (Audited)		
	June 30, 2026	March 31, 2026	March 31, 2025	March 31, 2024
Total Revenue	-	16.81	1457.31	4.85
Net Income (PAT)	-3.34	(31.57)	101.88	0.63
Earnings Per Share (EPS) (in Rs.)	-1.35	(12.76)	30.91	0.26
Net worth/ Shareholders Funds	70.41	74.04	105.61	29.11

*(**Source:** Annual Report and www.mseindia.com)*

(D) Details of the Offer:

(i) The offer is a triggered offer in terms of Regulation 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
(ii) The Acquirer has made this open offer in terms of SEBI (SAST) Regulations to the shareholders of the Target Company to acquire up to 64,350 (Sixty Four Thousand Three Hundred Fifty) fully paid up equity shares of ₹10/- (Rupees Ten Only) each representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company ("Offer Size") at a price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per fully paid-up equity share ("Offer Price"), payable in cash.
(iii) The Offer is being made to all the public shareholders of the Target Company who are eligible to tender their Equity Shares in the Offer, pursuant to and in compliance with the SEBI (SAST) Regulations. The Equity Shares of the Target Company under the Offer will be acquired by the Acquirer as fully paid-up, free from any lien, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and right offer declared thereof.
(iv) The Offer is being made at a price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per equity share fully paid-up, payable in cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement, this Detailed Public Statement and the Letter of Offer, that will be sent to the shareholders of the Target Company.
(v) The payment to be made to the public shareholders shall be in cash only.
(vi) As on the date of this DPS, there are no other statutory approvals required to acquire the Equity Shares tendered pursuant to this Open Offer. If any other statutory approvals are required or become applicable, the Open Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals also. The Acquirer will not proceed with the Open Offer in the event such statutory approvals are refused in terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, as amended. This Open Offer is subject to all other statutory approvals that may become applicable at a later date before the completion of the Open Offer. In the event of withdrawal, a Public Announcement will be made within 2 (Two) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be sent to SEBI, Stock Exchanges and the registered office of the Target Company
(vii) The Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance in terms of Regulation 19(1) of the Takeover Regulations. Also, there is no differential pricing in this Offer as all the Equity Shares of the Target Company are fully paid-up.
(viii) This is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the Takeover Regulations. This Offer is not pursuant to any global acquisition resulting in an indirect acquisition of Equity Shares of the Target Company.
(ix) Pursuant to an Open Offer, the Acquirer will be classified into Promoter of the Target Company in pursuance with Regulation 31A of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 ('SEBI (LODR) Regulations').
(x) The Manager to the Offer, Fintellectual Corporate Advisors Private Limited, does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of this DPS. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.

(E) As on the date of this DPS, the Acquirer does not have any intention to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business of the Target Company. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, for two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations.

(F) As per Regulation 38 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Rule 19A of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, as amended (SCRR'), the Target Company is required to maintain at least 25% Public Shareholding, on continuous basis for listing. Pursuant to completion of this Offer assuming full acceptance and the underlying transaction pursuant to the Share Purchase Agreement, the public shareholding is not envisaged to fall below the minimum public shareholding requirement as per SCRR as amended and the Listing Agreement.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

(i) The Offer is a Triggered/Mandatory offer in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations.
(ii) The Acquirer has entered into the Share Purchase Agreement ("SPA") with the Seller on September 29, 2026 (Tuesday), for the acquisition of 42,500 fully paid up equity shares ("Sale Shares") of face value ₹10/- each representing 17.17% of voting equity share capital of Target Company at a price of ₹30/- (Rupees Thirty Only) per equity share aggregating to an amount of ₹12,75,000/- (Rupees Twelve Lakh Seventy Five Thousand Only), subject to the terms and conditions as mentioned in the SPA, the details of which are specified as under:

Name of the Seller	No. of Equity Shares	% of total share capital of the company	Name of Acquirer	No. of Equity Shares	% of total share capital of the company
M/s. Shree Vaibhav Laxmi (Partnership Firm) represented through its partner, Ms. Sonia Sharma	42,500	17.17%	Ankit Rawat Khandelwal	42,500	17.17%

(iii) Consequent to the agreement for acquisition of the entire present shareholding of the Seller as contemplated under the SPA, the Acquirer will be holding substantial stake and will be in control over the Target Company. Accordingly, this offer is being made in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 read with Regulation 13(2A)(i) and other applicable provisions of the Takeover Regulations.
(iv) This open offer is for acquisition of 26.00% of the paid-up and voting equity share capital of Target Company. After the Completion of this open offer and pursuant to acquisition of equity shares as assuming full acceptance, the Acquirer will become the largest equity shareholders with clear majority, by virtue of which he shall be in a position to exercise effective control over the management and affairs of the Target Company.
(v) The payment to be made to all the Public Shareholders who will validly tender their equity Shares and whose Equity Shares are accepted under this offer shall be in cash only.
(vi) The prime objective of the Acquirer for this open offer is substantial acquisition of equity Shares and voting rights and control over the management and affairs of the Target Company.
(vii) The Acquirer will continue the existing line of business of the Target Company as per main objects and may diversify its business activities in future only with the prior approval of shareholders. However, depending on the requirements and expediency of the business situation and subject to the provisions of the Companies Act, 2013, Memorandum and Articles of Association of the Target Company and all applicable laws, rules and regulations, the Board of Directors of the Target Company will take appropriate business decisions from time to time in order to improve the performance of the Target Company. The Acquirer hereby commit to maintain the current workforce of the Target Company, and in case any changes are required in the future, he will take all necessary steps to ensure the welfare of the Target Company's employees. Furthermore, any such decisions will be implemented with due regard for the business needs and the long-term interests of the Target Company, its employees, and other stakeholders. The main purpose of this acquisition is to acquire complete management control of the Target Company. The Acquirer shall be classified as the Promoter of Target Company.
(viii) The salient features of the Share Purchase Agreement are as follows:
  (a) The seller is holding 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) Equity Shares, representing 17.17% (Seventeen-Point One Seven Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company.
  (b) The seller has agreed to sell 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) Equity Shares and the Acquirer has agreed to acquire 42,500 (Forty Two Thousand Five Hundred) Equity Shares, constituting 17.17% of the equity share capital/voting share capital of the Target Company, at a negotiated price of ₹30/- (Rupees Thirty Only) per equity share aggregating to an amount of ₹12,75,000/- (Rupees Twelve Lakh Seventy Five Thousand Only), payable in accordance with terms and conditions stipulated in the Share Purchase Agreement.
  (c) The shares sold are free from all charges, encumbrances, pledges, lien, attachments, and litigations are not subjects to any lock in period.

For further details of SPA, Public Shareholders of the Target Company may refer to the SPA, which would be available to them for inspection at the office of the Manager to the Offer.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS:

The current and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the detail of its acquisition is as follows:

Details	Acquirer	
	Number of shares	%
Shareholding as on PA date	55,000	22.22%
Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	Nil
Shares to be acquired through Share Purchase Agreement	42,500	17.17%
Shares proposed to be acquired in the Open Offer	64,350	26.00%
Post Offer shareholding as of the 10th (Tenth) Working Day after the closure of the Offer (assuming the entire 26.00% is tendered in the Offer)	1,61,850	65.39%

IV. OFFER PRICE:

(i) The equity shares of the Target Company are currently listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) and The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).
(ii) The total trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on the Stock Exchange based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of Public Announcement (i.e., from October 01, 2025 to September 30, 2026) is as under:

Name of the Stock Exchange	Total No. of Equity Shares traded during the Twelve months prior to the month of PA	Total No. of Equity Shares listed	Total Trading Turnover (as % of total Equity Shares listed)
MSEI	Nil	2,47,500	NA
CSE	Nil	2,47,500	NA

(Source: www.mseindia.com)

(iii) Based on the above information available on the website of MSEI and CSE, the Equity Shares of Target Company are infrequently traded on the Stock Exchange within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per Equity Share is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST), as it is higher of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (in ₹)
A	Negotiated Price per Equity Share under the Share Purchase Agreement attracting the obligation to make a Public Announcement of an open offer	₹30/- per share
B	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
C	Highest price paid or payable for acquisitions by the Acquirer during 26 weeks immediately preceding the date of PA	Not Applicable
D	The Volume-Weighted Average Market Price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the PA as traded on the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period, provided such shares are frequently traded	Not Applicable
E	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taking into account valuation parameters including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	₹66.16/- per share*

**IBBI Registered Valuer Mr. Manish Manwani, bearing IBBI Registered Valuer Registration number 'IBBI/RV/03/2021/14113' and having his office at Unit No. 125, Tower B-3, Spaze Itech Park, Sohna Road, Sector-49, Gurugram, Haryana-122018 with the Email: rvmanishmanwani@gmail.com, dated September 29, 2026, has certified that the fair value of the Equity Share of Target Company is ₹66.16/- per share (Rupees Sixty Six and Paise Sixteen Only) per Equity Share.*

(iv) In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of the Acquirer and Manager to the Offer, the Offer Price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per share, being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.
(v) As on the date of this DPS, there have been no corporate actions by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters under Regulation 8(9) of the SEBI (SAST) Regulations. The Offer Price may be adjusted by the Acquirer in consultation with Manager to the Offer, in the event of any corporate actions like bonus, rights, split, etc. where the record date for effecting such corporate actions falls prior to 3 Working Days prior to the commencement of Tendering Period of the Offer.
(vi) As on the date of this Detailed Public Statement, there is no revision in the Offer Price or Offer Size. In case of any revision in the Offer Price or Offer Size, the Acquirer shall comply with Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations.
(vii) In terms of Regulations 18(4) and 18(5) of the SEBI (SAST) Regulations, the Offer Price or the Offer Size may be revised at any time prior to the commencement of the last 1 Working Day before the commencement of the Tendering Period. In the event of such revision:
  (a) the Acquirer shall make corresponding increases to the Escrow Amount (as defined below);
  (b) make a public announcement in the same newspapers in which this Detailed Public Statement has been published; and
  (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, the Stock Exchange and the Target Company at its registered office, of such revision.
(viii) In the event of acquisition of the Equity Shares by the Acquirer, during the Offer Period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price per Equity Share, the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations. In the event of such revision, the Acquirer shall:
  (a) Make corresponding increases to the Escrow Amount;
  (b) Make a public announcement in the same newspapers in which this Detailed Public Statement has been published; and
  (c) simultaneously with the issue of such public announcement, inform SEBI, the Stock Exchange, and the Target Company at its registered office, of such revision.
  However, the Acquirer shall not acquire any Equity Shares of the target Company prior to 3 working days before the commencement of the Tendering Period of this Open Offer and until the expiry of the Tendering Period of this Open Offer.
(ix) If the Acquirer acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the closure of the Tendering Period at a price higher than the Offer Price per Equity Share, then the Acquirer shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all the Public Shareholders whose shares have been accepted in the Open Offer within 60 days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under another offer under the SEBI (SAST) Regulations, as amended from time to time or Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended from time to time or open market purchases made in the ordinary course on the Stock Exchange, not being a negotiated acquisition of the Equity Shares in any form.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

(i) The total funds required for implementation of the Offer (assuming full acceptance), i.e., for the acquisition of upto 64,350 (Sixty Four Thousand Three Hundred Fifty) Equity Shares at a price of ₹80/- (Rupees Eighty Only) per Equity Share is ₹51,48,000/- (Rupees Fifty One Lakh Forty Eight Thousand Only) ("Maximum Consideration").
(ii) The Acquirer has adequate financial resources and has made firm financial arrangements for the implementation of the Offer in full, out of their own sources/net worth and no borrowings from any Bank and/or Financial Institutions are envisaged.
(iii) Mr. Kanuj Gupta bearing Membership Number 528657, Partner of M/s. Baveja Gupta & Co., Chartered Accountants, bearing firm registration number 018538C having their head office situated at Lower Ground Floor, A-23, Sector-4, Noida-201301 with E-mail ID being kanuj@bgca.co.in, has certified, via certificate bearing unique document identification number 26528657KWEPZY8041 on September 29, 2026, that sufficient resources are available with the Acquirer for fulfilling the obligations under this Offer in full.
(iv) In accordance with Regulation 17 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has opened an Escrow Account in the name and style of "SKJPL OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT" bearing account number - 078566200000076, with Yes Bank Limited, having its registered office at YES Bank Limited, YES Bank House, 5th Floor Off Western Express highway, Santacruz East, Mumbai - 400055, India and Branch Office at Yes Bank, JMD Galleria Sohna Road, Sector-48, Gurgaon- 122018, India, holding SEBI Registration for Bankers to Issue (Code: INBI00000935) (hereinafter referred to as the "Escrow Banker") and deposited therein an amount of ₹13,00,000/- (Rupees Thirteen Lakh Only), in cash, being more than 25% of the Maximum Consideration payable under the Offer.
(v) The Manager to the Offer is authorized to operate the above-mentioned Escrow Account and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.
(vi) Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirer to implement the Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. Further, the Manager to the Offer confirms that firm arrangement for funds and money for payment through verifiable means are in place to fulfill the Offer obligations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

(i) As on date, there are no statutory or regulatory approvals required to acquire the equity shares tendered pursuant to this Offer. However, if any other statutory approvals are required or become applicable prior to completion of this Offer, this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable at a later date.
(ii) If the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs and FIIs) had required any approvals (including from the RBI, the FIPB or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Equity Shares held by them in this Offer, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer.
(iii) Subject to the receipt of statutory and other approvals, if any, the acquirer shall complete all requirements relating to this Offer including payment to the shareholders who have accepted the Open Offer within 10 working days from the date of Closure of the Tendering Period.
(iv) In case of delay / non-receipt of any approval, SEBI may, if satisfied that non receipt of the requisite approvals was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approvals, grant extension of time for the purpose of making the payments, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the Equity Shareholders as directed by SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. However, where the statutory approvals extend to some but not all holders of the Equity Shares, the Acquirer has the option to make payment to such holders of the Equity Shares in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.
(v) There are no conditions stipulated in the Share Purchase Agreement between the Seller and the Acquirer, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirer and in view of which the offer might be withdrawn under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Nature of Activity	Day and Date*
Date of the Public Announcement	September 29, 2026 (Tuesday)
Last date of publication of the Detailed Public Statement	October 07, 2026 (Wednesday)
Last date of filing of Draft Letter of Offer with SEBI	October 14, 2026 (Wednesday)
Last date for a Competing Offer	October 29, 2026 (Thursday)
Identified Date#	November 09, 2026 (Monday)
Last Date by which Letter of Offer will be dispatched to the shareholders	November 17, 2026 (Tuesday)
Last date by which an independent committee of the Board of Target Company shall give its recommendation	November 19, 2026 (Thursday)
Last Date for revising the Offer Price Offer Size	November 20, 2026 (Friday)
Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspaper	November 23, 2026 (Monday)
Date of commencement of tendering period (Offer Opening Date)	November 25, 2026 (Wednesday)
Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date)	December 08, 2026 (Tuesday)
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	December 22, 2026 (Tuesday)

* *The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011) and are subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities and may have to be revised accordingly.*

\# *Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except (a) the Promoter and Promoter Group of the Target Company; (b) the Acquirer and any person deemed to be acting in concert with them; (c) the parties to the Share Purchase Agreement; (d) any person deemed to be acting in concert with the parties to SPA) are eligible to participate in the Offer at any time before the closure of the Offer.*

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

(i) All the public shareholders (registered or unregistered) of the Target Company (except (a) the promoter and members of the promoter group of the Target Company; (b) the Acquirer and any person deemed to be acting in concert with them; (c) the parties to the underlying Share Purchase Agreement, (d) any person deemed to be acting in concert with the parties to the SPA), owning equity shares at any time before the Closure of the Open Offer, are eligible to participate in the Open Offer.
(ii) Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, i.e., the date falling on the 10th (tenth) Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. An accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Offer in any way.
(iii) The Public Shareholders may also download the Letter of Offer from the website of SEBI, i.e., www.sebi.gov.in, once available, or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the equity shares and their folio number, DP identity, Client identity, Current address and Contact details.
(iv) In the event that the number of Equity Shares validly tendered by the Public Shareholders under this Offer is more than the number of Equity Shares agreed to be acquired in this Offer, the Acquirer shall accept those Equity Shares validly tendered by such Public Shareholders on a proportionate basis in consultation with the Manager to the Offer.
(v) The Open Offer will be implemented by the Acquirer subject to applicable laws, through the stock exchange mechanism made available by BSE in the form of a separate window ("**Acquisition Window**"), as provided under the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and paragraph 2 of Chapter 4 of SEBI Master circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2023/31 dated February 16, 2023 ("**SEBI Master Circular**").
(vi) BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer.
(vii) The Acquirer has appointed **Nikunj Stock Brokers Limited ("Buying Broker")** as its broker for the Open Offer through whom the purchases and settlement for the Offer Shares tendered under Open Offer shall be made. The Contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Nikunj Stock Brokers Limited
Communication Address: A-92, Ground Floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007
Mobile No.: 011-47030017-18/9811322534
Email ID: complianceofficer@nikunjonline.com
Website: www.nikunjonline.com
Contact Person: Mr. Pramod Kumar Sultania
SEBI Registration No.: INZ000169335

(viii) All public shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stockbroker ("**Selling Broker**") within the normal trading hours of the secondary market, during the tendering period.
(ix) A separate acquisition window will be provided by BSE to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker would be required to place an order / bid on behalf of the Public Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Open Offer using the Acquisition Window of the BSE. Before placing the order/bid, the Selling Broker will be required to mark lien on the tendered Equity Shares. Details of such Equity Shares marked as lien in the demat account of the Public Shareholders shall be provided by the depository to the Indian Clearing Corporation ("**Clearing Corporation**").
(x) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference no. PR 49/2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with the circular issued by SEBI bearing reference number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

IX. IT MUST BE NOTED THAT THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN THE OFFER WILL BE MENTIONED IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

(i) The Acquirer accept full responsibility for the information contained in the PA, and this DPS (other than such information regarding the Target Company as has been obtained from public sources or provided or relating to and confirmed by the Target Company), and undertake that they are aware and shall comply with and fulfill their obligations under the SEBI (SAST) Regulations.
(ii) The information pertaining to the Target Company contained in the PA or DPS or any other advertisement/publications made in connection with the Open Offer has been compiled from information published or publicly available sources or as provided by the Target Company. The Acquirer and Manager to the Offer have not independently verified such information and does not accept any responsibility with respect to any information provided in the PA or this DPS pertaining to the Target Company.
(iii) Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed **Fintellectual Corporate Advisors Private Limited** as the Manager to the Offer.
(iv) The Acquirer has appointed **Skyline Financial Services Private Limited** as the Registrar to the Offer having office at D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, Contact Person: Mr. Anuj Kumar, Tel No: 011-40450193-97, E-mail: ipo@skylinerta.com.
(v) This Detailed Public Statement will also be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and the website of the Manager to the Offer at www.fintellectualadvisors.com.

Issued by the Manager to the Open Offer

FINTELLECTUAL CORPORATE ADVISORS

Fintellectual Corporate Advisors Private Limited
B- 20, Second Floor, Sector -1, Noida, Uttar Pradesh-201301
Contact Number: +91-120-4266080;
Website: www.fintellectualadvisors.com
Email Address: info@fintellectualadvisors.com
Contact Person: Mr. Amit Puri
SEBI Registration Number: INM000012944
Validity: Permanent
CIN: U74999DL2021PTC377748

Place: Noida
Date: October 06,2026

Sd/-
Ankit Rawat Khandelwal
Acquirer

আসছে মা...

চলছে প্রস্তুতি

মণ্ডপের পথে

ছবি: আদিতি সাহা

খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা

দূর্গাপূজার আনন্দ, রোমাঞ্চ আর উন্মাদনায় মেতে ওঠার সময় এসে গেছে। টানা ৫ দিনের এই মহোৎসবে দিন-রাত প্যান্ডেল হপিং, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর খাওয়াদাওয়ার আনন্দ যেন এক অন্য মাত্রা যোগ করে। তবে এই উৎসবের আমেজ যাতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ম্লান না হয়ে যায়, তার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। এইসব বিষয় নিয়ে জানালেন পুষ্টিবিদ **শর্মিষ্ঠা সিনহা**।

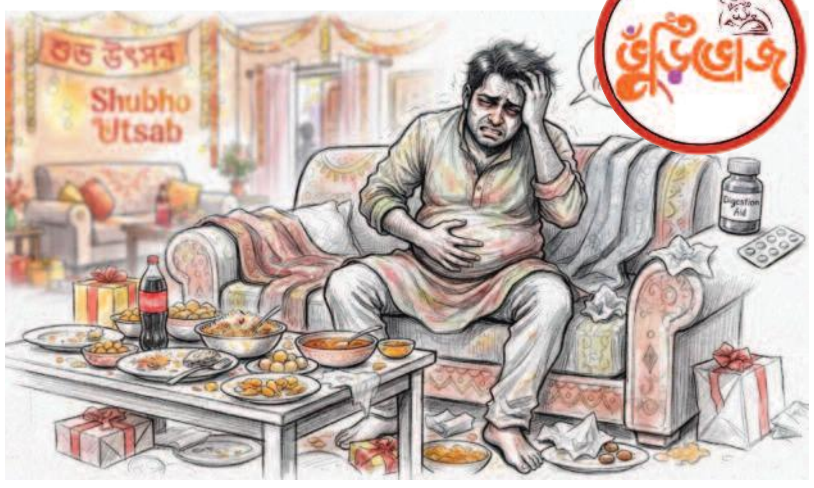

উৎসবের দিনগুলোতে অনিয়ম আর বাইরের খাবার খাওয়া প্রায় অবধারিত, যার ফলে শরীরের বারোটা বাজতে পারে। সুস্থ থেকে উৎসব উপভোগ করতে এই বিষয়গুলো মাথায় রাখুন

বাইরের খাবারের মান ও পরিচ্ছন্নতা রাস্তার ধারের বা ভ্রাম্যমাণ স্ট্রিট ফুড খাওয়ার সময় হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করুন। অতিরিক্ত তেল, মশলা বা বাসি খাবার এড়িয়ে চলুন।

জলের স্বাস্থ্যবিধি সবসময় ফোটানো জল বা সিলড করা মিনারেল জল পান করুন। রাস্তার খোলা জল বা শরবত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পেটের রোগের মূল কারণ হতে পারে।

হাইড্রেটেড থাকুন অতিরিক্ত ঘোরাঘুরির মাঝে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায়। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল, ডাবের জল বা ফলের রস খান।

ওভারইটিং বা অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন একসাথে অতিরিক্ত খাবার না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার খান। মিষ্টি বা ভাজাভুজি খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ বজায় রাখুন।

১) উৎসবের কটা দিনে আনন্দ করে খাওয়ার পাশাপাশি শরীরের ক্ষতি না করে, আমার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কী ধরনের পরিবর্তন আনা বাঞ্ছনীয়?

উৎসবের প্রতিদিন ভারী খাবার যেমন লুচি, কচুরি প্রতিদিন না খেয়ে ১ বা ২ দিন গ্রহণ করুন। অন্যান্য দিন রুটি, পরোটা (কম তেলে ভাজা), সুজির উপমা, চিঁড়ে পোলাও এগুলি গ্রহণ করুন সাথে মিষ্টি খান ১ টি থেকে ২ টি। Cold drinks সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করুন, তার পরিবর্তে ডাবের জল, টক দইয়ের ঘোল, লেবুর জল পান করুন। Dehydration থেকে মুক্তি পেতে প্রচুর পরিমাণ জল পান করুন। সিঙারা, চপের বদলে chicken বা Paneer এর tikka, ঘুগনি, Roasted Makhana ইত্যাদি গ্রহণ করুন। উৎসবের খাবারে যদি মাঝে বিরিয়ানি, পোলাও রাতের খাবারে রাখুন Salad– Boiled সবজি, ৪০ শতাংশ সময় Healthy খাবার খেলে ৬০ শতাংশ সময় মন নিতে মনের ইচ্ছে মতো খাবার। মনে রাখবেন উৎসব ৭ দিনের কিন্তু শরীরটা সারা জীবনের সম্পদ। তাই আনন্দ করে খাওয়া দাওয়া করুন এবং খুব মাপা ও পরিমিত ভাবে তাহলে শরীর মন দুটোই ভালো থাকে।

(২) প্যান্ডেল হপিং বা বাইরে যাওয়ার সময় কোন সময় কী পরিমাণ খাবার খাওয়া নিরাপদ এবং ফাস্টফুড এড়িয়ে চলার ভালো বিকল্প কী হতে পারে?

ফাস্টফুড এড়িয়ে চলার উপায় হলো যদি সকালে কোনো কারণে Breakfast না করেন, lunch-এর আগে বেরোলে lunch বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোবেন তেমন ভাবেই evening-এর night-এর ফলো করবেন, সাথে Roasted Makhana, chola, curry রাখবেন, পেট ভর্তি থাকলে বাইরের ফাস্টফুড খাবার কম খাবেন।

উৎসবের আনন্দে তো আমরা বলতে পারি নামে ফুচকা খাবেন না কিন্তু সেটা হবে পরিমাণে মেপে - ৫-৬ টি।

ঘুগনি খেলে ছোটো বাটির ১ টি বাটি, আলুরচুরি, ভেলপুরী, পাপড়ি চাট চলবে খেয়ে আসেন ছোটো বাটির ১ টি বাটি।

রোল খেলে খান ১/২ পেপারে, বন্ধুদের সাথে সব খাবার share করে খান তাতে আনন্দ বাড়ে সাথে calory ও কমবে।

আইসক্রিম খেলে খান একটি cup– Cold drinks টা পুরোপুরি বর্জন করুন। তার পরিবর্তে পান করুন ডাবের জল।

বিরিয়ানি খান ১/২ plate, মোমো খেলে খান steam momo, সাথে জলের বোতল রাখুন, ৩ ঘন্টার বেশি খালি পেটে থাকবেন না।

activity এবং পর্যাপ্ত ঘুমের মাধ্যমে Routine-এ ফিরে আসাই সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।

(৩) আমার বয়স এবং বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে গ্রীষ্মের দিনে জল বা তরল পানীয় কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত?

- যদি আপনি প্রাপ্তবয়স্ক এবং যদি আপনার কোনো শারীরিক অসুস্থতা না থাকে তাহলে প্রতি ঘণ্টায় 1 glass করে জল পান করুন। যদি আপনার বয়স ৫০ এর ওপরে হয় তাহলে একবারে বেশি জল পান করবেন না। অল্প অল্প করে পান করুন। ঘুরে বেড়ালে সব সময়ের জন্য জল সাথে রাখুন তবে বোতল soft drinks বর্জন করুন বা সীমিত রাখুন। তার পরিবর্তে ডাবের জল বা unsweetened beverage গ্রহণ করুন। খুব বেশি পরিমাণে ঘাম হলে বেশি পরিমাণে জল এবং electrolyte গ্রহণ করুন।
- সবার জন্য একই পরিমাণ জল নির্ধারণ করা সঠিক নয়। kidney ও heart এর condition অনুসারে তরল পানীয় গ্রহণ প্রয়োজনীয়তা পরিবর্তন হয়,

(৪) উৎসবের দিন গুলিতে অনিয়ম হয়ে গেলে, উৎসবের ঠিক পরপর শরীর সুস্থ রাখতে বা বিটক্সিফিকেশনের জন্য আমাদের কী করা উচিত?

- উৎসবের বেশি খেয়েছি, তাই পরদিন না খেয়ে থাকবে; এটি একটা ভালো strategy নয়,
- শরীরকে detox করার জন্য detox juice– fasting বা শুধু ফল খাওয়ার দরকার নেই। আমাদের liver ও kidneys স্বাভাবিকভাবেই wastage processing করে,

উৎসবের ৩-৪ দিন পর থেকে

- স্বাভাবিক balanced diet এ ফিরে আসুন,
- পর্যাপ্ত জল পান করুন,
- ফল, সবজি, protein প্রতিদিনের খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে রাখুন,
- Fried food, cold drinks খাওয়া বন্ধ করে দিন,
- প্রতিদিন হালকা হাঁটা বা physical activity করুন,
- পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান।

৫) আপনার কী মনে হয় উৎসবের পরের দিনগুলোতে আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকা থেকে কোন কোন খাবারগুলো সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া উচিত?

- Completely eliminate নয়, Reduce এবং Return to normal portion portions- এটাই বেশি বাস্তবসম্মত।
- সাধারণ সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট খাবারকে Completely বন্ধ করার প্রয়োজন নেই।

কয়েকদিনের জন্য কমানো ভালো

- Deep fried খাবার,
- মিষ্টি জাতীয় খাবার,
- Cold drinks,
- Processed / Packaged snacks,

এবং কেউ যদি alcohol পান করে থাকেন তো সেটাও কমাতে হবে।

৬) পরিবারের এমন কোনো বিশেষ শারীরিক অবস্থা (যেমন- সুগার, প্রেশার) কী রয়েছে, তা মাথায় রেখে এই ঈদের দিনগুলোতে পদের পরিমাণ বা পানীয় নির্বাচন করার দরকার হতে পারে?

- হ্যাঁ, তখন বিশেষ সতর্কতা দরকার। একই পরিবারে সবার জলের প্রয়োজনীয়তা এক নয়।

Diabetes থাকলে

মিষ্টি সীমিত রাখতে হবে, বেশি ক্ষণ না খেয়ে থেকে একসঙ্গে বেশি পরিমাণে খাওয়া এড়াতে হবে।

High BP থাকলে

- Processed food, salty snacks সীমিত করা বাঞ্ছনীয়।
- Kidney / Heart disease থাকলে fluid, sodium, potassium ইত্যাদির restriction, রোগীর condition অনুসারে doctor / dietician-এর পরামর্শ মেনে চলুন।
- উৎসবের পরের কয়েকদিন আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত restriction নয়, moderation প্রিয় খাবার বন্ধ করবেন না কিন্তু portion control থাকবে, meal skip করবেন না, পর্যাপ্ত জল খান, আর উৎসবের পর কোনো extreme detox বা fasting নয়- স্বাভাবিক balanced diet, enough hydration, physical...
- রাতে বাড়ি ফিরে ভারী খাবার খাবেন না। হালকা খাবার যেমন রুটি ১টি + সবজি বা veg soup বা দুই কাপ সাথে চায়ে বা মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করুন।

বড়ু চণ্ডীদাস, দেবী বাসুলী ও ছাতনা রাজবাড়ির ৫০০ বছরের দুর্গাপুজো

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

বাঁকুড়া জেলার বুকে বয়ে চলা ইতিহাসের ধারা সবচেয়ে বেশি স্পন্দিত হয়েছিল সম্ভবত ছাতনায়। ছাতনার নামের সাথেই তো জড়িয়ে আছে সামন্তভূম রাজবংশের বীরত্বগাথা, আদি-মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের অমর সৃষ্টি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং এই অঞ্চলের জাগ্রত অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসুলী মাতার কথা। বাসুলী মাতার মন্দিরের ঢিলছোড়া দূরত্বে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সহস্র ইতিহাস বুকে নিয় সামন্তভূম রাজবংশের প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজবাড়িটি। সেই রাজবাড়ি জৌলুস হারিয়েছে অনেকটাই, কিন্তু শৌর্য হারায়নি এতটুকুও। রাজবাড়িটির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ইতিহাসের গন্ধ। সেই ছাতনা রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোটিও কালান্তরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও আজও তার আদিম গাম্ভীর্য এবং ঐতিহাসিক গৌরবকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যা একে বাংলার এক অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য করে তুলেছে। ছাতনার রাজবাড়ির এই অতি প্রাচীন দুর্গাপুজোটি স্বাভাবিকভাবেই নিছক কোনো সাধারণ শারদীয়া উৎসব বা দুর্গাপুজো নয়, এটি রাজকীয় শৌর্য, প্রাচীন শাক্ত সাধনা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক জীবন্ত নিদর্শন। প্রাচীনকালে সামন্তভূম এবং প্রতিবেশী মল্লভূম-এর রাজাদের মধ্যে সীমানা ও আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিবাদ ও যুদ্ধ লেগেই থাকতো।লোকশ্রুতি, দীর্ঘকালীন এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থামানোর জন্য দুই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল যে ছাতনা রাজপরিবারকে দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করতে হবে। সেই শর্ত মেনেই রাজবাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপুজোর সূচনা ঘটে।

ছাতনা রাজবাড়ির ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় পাঁচশো থেকে ছশো বছর আগে। ইতিহাসবিদদের মতে, সামন্তভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাম্বীর মল্ল ওরফে শঙ্খ রায়। তৎকালীন মল্লভূমের (অধুনা বিষ্ণুপুর) রাজাদের সমসাময়িক বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদেরই আত্মীয় বা সামন্ত হিসেবে এই রাজবংশের পত্তন ঘটেছিল। বীরভূমের সামন্তদের হারিয়ে এই অঞ্চলের অধিকার নেওয়ার পর থেকেই এই ভূখণ্ডের নাম হয় 'সামন্তভূম'। আর এই রাজবংশের রাজধানী হয়ে ওঠে ছাতনা। ধীরে ধীরে ছাতনাকে কেন্দ্র করে এক বিশাল দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, কাছারি বাড়ি এবং একাধিক দেব-দেবীর মন্দির গড়ে তোলা হয়। আজ যদিও সেই দুর্গের পরিখা মাটিতে ঢেকে গেছে, সিংহদুয়ারের জৌলুস গেছে হারিয়েছে এবং রাজবাড়ির মূল মহলের সিংহভাগই আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবুও তার খিলান, প্রাচীন ইটের পাঁজর আর ভেঙে পড়া নাচঘরের থামগুলো দেখলে অনায়াসে আন্দাজ করা যায়, কোনো এক সময় কতটা প্রতাপশালী ছিল এই সামন্তভূম রাজবংশ। ছাতনার ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছেন ছাতনার জাগ্রত দেবী বাসুলী মাতা ও বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের সাধনপীঠ ছিল ছাতনার রাজবাড়ি সংলগ্ন দেবী বাসুলী মাতার মন্দির। জনশ্রুতি রয়েছে, কবি চণ্ডীদাস ছিলেন দেবী বাসুলীর পরম ভক্ত। সামন্তভূম রাজাদের রাজানুগ্রহ এবং দেবীর স্বপ্নাদেশ ও আশীর্বাদ লাভ করেই ছাতনার মাটিতে বসে তিনি রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা আধারিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেছিলেন।

ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছেন এই দেবী বাসুলী যাঁকে বিশালাক্ষীও বলা হয় এবং কবি বড়ু চণ্ডীদাস। দেবী বাসুলী হলেন সামন্তভূম রাজপরিবারের আদি কুলদেবী এবং সমগ্র ছাতনা অঞ্চলের রক্ষাকর্ত্রী। এই রাজপরিবারের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাসুলী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এবং সেবায়েত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন স্বয়ং বড়ু চণ্ডীদাস।

বাসুলী দেবী আসলে দেবী চণ্ডীরই এক উগ্র ও জাগ্রত রূপ। চতুর্ভুজা, শিলাময়ী এই মূর্তির পদতলে কোনো মহিষাসুর নেই, বরং তিনি এক স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। লোকবিশ্বাসে দেবী বাসুলী অত্যন্ত জাগ্রত এবং আজও দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে মানত করতে আসেন। রাজবাড়ির কুলদেবী হিসেবে বাসুলী মাতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো রাজপরিবারের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পরে, রাজবাড়িতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হলেও, রাজপরিবারের মূল ভক্তি, বিশ্বাস ও আরাধনার পরম কেন্দ্রবিন্দুতে সবসময়ই থেকে গেছেন দেবী বাসুলী। রাজপরিবার এবং স্থানীয়দের প্রগাঢ় বিশ্বাস, দেবী দুর্গা এখানে মা বাসুলীরই আরেক রূপ হিসেবে পূজিতা হন। ছাতনার দুর্গাপুজোর সবচেয়ে অনন্য নিয়মটি হলো কুলদেবীর অনুমতি গ্রহণ। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী, মহালয়ার পর রাজবাড়ির সুপ্রশস্ত ঠাকুরদালানে দেবী দুর্গার বোধন ও সংকল্প হওয়ার আগে, রাজপরিবারের সদস্যদের বাসুলী মন্দিরে যেতে হয়। সেখানে বিশেষ পুজো নিবেদন করে কুলদেবী বাসুলী মাতার 'আজ্ঞা' বা আনুষ্ঠানিক অনুমতি চাওয়া হয়। মায়ের অনুমতি বা আজ্ঞালাভের পরই রাজবাড়িতে দুর্গাপুজোর মূল আচার-অনুষ্ঠান শুরু করার নিয়ম, যা গত ৫০০ বছর ধরে কঠোরভাবে পালিত হয়ে আসছে।

ছাতনা রাজবাড়ির দুর্গাপুজো কোনো সাধারণ বারোয়ারি পুজোর মতো নয়, এর রীতিনীতি ও আড়ম্বর সম্পূর্ণ রাজকীয়। এই পুজোর সূচনা করেছিলেন সামন্ত রাজারা। সামন্তভূম রাজারা একসময় অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁদের সেই প্রাচীন বীরত্বের ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতেই ছাতনা রাজবাড়ির পুজোয় মহানবমীর দিন বিশেষ 'অস্ত্রপুজো' অনুষ্ঠিত হয়। রাজাদের ব্যবহৃত শত শত বছরের প্রাচীন বিশালাকার ঢাল, ভারী তরবারি, বর্শা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র রাজবাড়ির গোপন অন্দরমহল থেকে বের করে আনা হয় এই দিনটিতে। বেদির সামনে সেই অস্ত্রগুলিকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে অত্যন্ত রাজকীয় মর্যাদায় পুজো করা হয়, যা শক্তি, শৌর্য ও মাতৃ আরাধনার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন।

আজ রাজা নেই, রাজপাট ঘুচেছে অনেকদিন আগেই, কিন্তু ঐতিহ্যের সেই শিকড় ছাতনার রাজপরিবার থেকে আজও উপড়ে ফেলা হয়নি। আজও বংশপরম্পরায় রাজপরিবারের বর্তমান সদস্যরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই নিয়ম মেনে এই পুজো পরিচালনা করে আসছেন।

এখানকার পুজো শুরু হয় জিতাষ্টমীর পরে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি থেকে। প্রায় ১৫ দিন ধরে চলে দেবীর আরাধনা। পুজোয় শাক্ত সাধনার এক বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আরাধনার প্রাচীন তান্ত্রিক নিয়ম মেনে এককালে এখানে মহিষ বলির প্রথা প্রচলিত ছিল। যদিও সময়ের নিয়মে এবং আইনি বিধিনিষেধের কারণে এখন মহিষ বলি বন্ধ, তবে ছাগ বলির প্রথা আজও আছে। সন্ধিপুজোর মুহূর্তে রাজবাড়ির প্রাচীন কামানের তোপ দাগার রেওয়াজ ছিল আগে, যা পুজোর রাজকীয় শৌর্যকে মনে করিয়ে দিত। এখন কামানের বদলে বন্দুকের গুলি ছুড়ে সন্ধিপুজোর মহাসন্ধিক্ষণ ঘোষণা করা হয়। সামন্তভূম রাজপরিবারের দেবী প্রতিমা আজও খাঁটি বাঙালি সাবেকিয়ানার এক অনন্য নিদর্শন। এখানকার দেবীমূর্তি চিরাচরিত একচালা রীতিতেই তৈরি হয়, তবে দেবীর গায়ের রঙে রয়েছে এক অদ্ভুত বিশেষত্ব; তা সাধারণ হলুদ কিংবা শিউলি বোঁটার রঙের নয়, বরং খাঁটি 'তপ্তকাঞ্চন' বা গলিত সোনার মতো এক মায়াবী ও উজ্জ্বল বর্ণে ভাস্বর। দেবীর মুখমণ্ডলে এক অদ্ভুত শান্ত অথচ তেজোদৃপ্ত ভাব লক্ষ্য করা যায়। বংশপরম্পরায় ছাতনার নির্দিষ্ট কিছু স্থানীয় মৃৎশিল্পী পরিবারই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রতিমা নির্মাণের গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছেন। যুগ বদলে গেলেও মূর্তির প্রাচীন গড়ন, সাবেকি ঘরানার চালচিত্র এবং সূক্ষ্ম ডাকের সাজের আড়ালে রাজকীয় আভিজাত্য ও আদি বাংলার মৃৎশিল্পের সেই আদিম রূপটিকে একটুও ম্লান হতে দেয়নি তাঁদের দক্ষ হাত।

পুজো চলাকালীন প্রতিদিন রাজবাড়ির নিজস্ব দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে সংগৃহীত চাল, ফল এবং বিভিন্ন উপাচারে দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিনগুলিতে রাজবাড়ির অন্দরমহল জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন রাজবাড়ির পুজো দেখতে এবং প্রাচীন ইতিহাসের গন্ধ গায়ে মাখতে।

দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের দৃশ্যটিও ছাতনার রাজবাড়িতে অত্যন্ত আবেগঘন। নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর প্রাচীন প্রথাটি এখন নিষিদ্ধ হলেও, রাজবাড়ির পুকুরে যখন প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়, তখন ছাতনাবাসীর চোখে জল আসে। বিজয়া দশমীর রাতে রাজপরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রজাসাধারণ বা স্থানীয় মানুষকে মিষ্টিমুখ করানোর যে পরম্পরা ছিল, তা আজও সাধ্যমতো বজায় রাখা হয়েছে।

আজ ছাতনা রাজবাড়ির দিকে তাকালে যেমন এক গৌরবময় অতীতের আনন্দ অনুভূত হয়, তেমনই বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে এক চরম হতাশা ও দুঃখ। রাজবাড়ির মূল সিংহদুয়ারের সিংহটি আজ ভগ্নদশা। কাছারি বাড়ি, অন্দরমহল ও নাচঘরের ছাদ ভেঙে পড়েছে বহু বছর আগেই। চারপাশ আগাছা ও পরগাছায় ঢেকে গেছে। ইতিহাসের এমন এক অমূল্য দলিল আজ সংরক্ষণের অভাবে তিলে তিলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যদিও বাসুলী মাতার মন্দিরটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে কিছুটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত স্থান হিসেবে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে, কিন্তু মূল রাজবাড়িটি আজও চরম অবহেলার শিকার। স্থানীয় বাসিন্দা এবং ইতিহাসপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের দাবি, এই ৫০০ বছরের প্রাচীন রাজবাড়িটিকে হেরিটেজ সাইট বা ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করে দ্রুত সংস্কার করা হোক। তা না হলে, আগামী প্রজন্ম হয়তো শুধু বইয়ের পাতায় ছাতনা রাজবাড়ির কথা পড়বে, বাস্তবে দেখার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ছাতনা রাজবাড়ি কেবলই ইট-কাঠ-পাথরের এক প্রাচীন কাঠামো নয়, এটি বাঙালির মধ্যযুগীয় সাহিত্য আন্দোলন, শাক্ত সংস্কৃতির বিকাশ এবং আঞ্চলিক রাজবংশের বীরত্বের জীবন্ত প্রতীক। যেখানে দেবী বাসুলীর চরণে মাথা নত করেছিলেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস, যেখানে দুর্গাপুজোর ঢাকের আওয়াজে আজও ধ্বনিত হয় পাঁচশো বছরের পুরনো রাজকীয় শৌর্য। উৎসবের দিনগুলোতে যখন ছাতনা রাজবাড়ির ভাঙা দালানে আলো জ্বলে ওঠে, ঢাকের কাথিতে পড়ে কাঠি, তখন ইতিহাস যেন ফিসফিস করে বারেবারে কথা বলে যায়।

ডি শোভারানিতে পুজোর বিশেষ আয়োজন

পুজো উপলক্ষে সল্টলেকের ডি শোভারানিতে থাকছে বিশেষ খাবারের আয়োজন। পুজোর দিনগুলিতে বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে আড্ডার পাশাপাশি নানা স্বাদের খাবার উপভোগ করতে পারবেন অতিথিরা। পকেটের কথা মাথায় রেখেই মেনু সাজানো হয়েছে। তবে এবার থাকছে না ইলিশ, চিংড়ি, রুই, ভেটকি-সহ মাছ ও মাংসের বিভিন্ন পদ। এছাড়াও অঞ্জলি ও বিসর্জন দেখার ব্যবস্থাও থাকছে ডি শোভারানির পক্ষ থেকে। পুজোর আনন্দের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার স্বাদ যোগ করতেই এই আয়োজন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**